CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 August 2019 ■ আগরতলা, ৭ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ২১ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন সুষমা স্বরাজের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের। বুধবার দিল্লির লোধি রোডের শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় তাঁর। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবানি সহ বিশিষ্ট বিজেপি নেতৃত্ব।

বৈদিক আচার পালন করেন সুষমা স্বরাজের মেয়ে বাঁশরী এবং স্বামী তথা মিজোরামের প্রাক্তন রাজ্যপাল স্বরাজ কৌশল। সুষমাস স্বরাজের শেষযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী জগতপ্রকাশ নাড্ডা পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউথ, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীষ সিসোদিয়া, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব, লোকসভার অধ্যক্ষ ওমপ্রকাশ বিড়লা। উপস্থিত ছিলেন ভুটানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেরিঙ্গ তোগবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৬৭ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। বুধবার দিল্লিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় তাঁর।

এদিকে, ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা বিজেপি-র সর্বভারতীয় নেত্রী সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে সারা দেশ শোকাহত। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ-সহ আরও অনেকে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর দুঃখ ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় হাইকমিশনারকে বহিষ্কার করল পাকিস্তান
দেশের ১৯টি বিমানবন্দরে হাই এলার্ট জারি দিল্লীর

নয়াদিল্লী, ৭ আগস্ট।। কাশ্মীর পরিস্থিতির জেরে ভারতীয় হাই কমিশনারকে বহিষ্কার করল পাকিস্তান। পাশাপাশি, নয়াদিল্লি থেকে পাক রাষ্ট্রদূতকেও ডেকে পাঠিয়েছে ইসলামাবাদ। পাশাপাশি, পাক সংসদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর উত্তেজক ভাষণে আরও একবার পাওয়া গেল সম্ভাব্য যুদ্ধের ইঙ্গিত।

বুধবার ইসলামাবাদে পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকে ভারতের সঙ্গে সমস্ত রকম কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা উচ্ছেদ করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খারিজ এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর সম্পর্কে সংসদে ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভাষণের জেরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই বৈঠকের পরেই ভারতীয় হাইকমিশনার অজয় বিসরাকে ভারতে ফেরত পাঠানো এবং নয়াদিল্লি থেকে পাক রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করার সিদ্ধান্তও নিতে চলেছে পাকিস্তান। তবে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি দেয়নি ইসলামাবাদ। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া, বিদেশমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি-সহ শীর্ষস্থানীয় পাক প্রশাসনিক কর্তারা। এদিন পাকিস্তানের পার্লামেন্টের যুগ্ম অধিবেশনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী কাশ্মীর

৩৭০ ধারার জের

প্রসঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে তোপ দেগে আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন। ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের উদাহরণ টেনে তাঁর দাবি, কাশ্মীরের মানুষের স্বার্থে প্রয়োজনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হতে পারে পাকিস্তানকে। মন্ত্রীর ভাষণের পরে হাততালিতে ফেটে পড়েন উপস্থিত সাংসদরা। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সংসদে পাক অধিকৃত কাশ্মীর সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উক্তির পরেই "পুলওয়ামা হামলার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে" বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন ইমরান।

অন্য দিকে, এদিনও নিষিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মোড়া ছিল জম্মু ও কাশ্মীর। উপত্যকায় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে রাজনৈতিক নেতা-সহ এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন একশোর বেশি মানুষ। জানা গিয়েছে, উপত্যকাবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থেই এই গ্রেফতারি অভিযান চালানো হয়েছে।

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদের পর থেকেই পাকিস্তান চরম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিত রাখার পাশাপাশি ভারতের হাইকমিশনারকে ফিরিয়ে দিচ্ছে পাকিস্তান। আর এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে কোনও কুচক্রান্ত?

পাকিস্তানকে বিশ্বাস নেই। তাই স্বাধীনতা দিবসের আগে, বুধবার থেকেই দেশের ১৯টি বিমানবন্দরে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করল অসামরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সেই তালিকায় রয়েছে কলকাতা বিমানবন্দরও। এছাড়াও চারটি মেট্রো শহরের প্রতিটি বিমানবন্দরকেই রাখা হয়েছে সেই বিশেষ নজরদারির তালিকায়।

কাশ্মীর পরিস্থিতির জেরে ভারতীয় হাই কমিশনারকে বহিষ্কার করল পাকিস্তান। পাশাপাশি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যাম্পের বাজারে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চোরের হানা, অক্ষত লকার, লন্ডভন্ড বহু দস্তাবেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ক্যাম্পের বাজারে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে চোরের দল। তবে, তারা সফল হতে পারেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চুরি, ছিনতাই ও অসামাজিক কার্যকলাপ সংগঠিত করার ঘটনা উপর্যুপরি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

গতকাল রাতেও রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ক্যাম্পের বাজারে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখার বড় ধরনের চুরির ঘটনা সংগঠিত করার চেষ্টা করে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখার দরজার তালা ভেঙে চোরেরা ভিতরে প্রবেশ করে। ৪টি আলমিরা ভেঙে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। তবে, টাকা পয়সা কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। বুধবার সকালে ঘরের মালিক ও সাফাই কর্মীর নজরে আসে বিষয়টি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঞ্চের ইনচার্জ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শুভাশিস চক্রবর্তীকে বিষয়টি জানানো হয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এসে এডিনগর থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত করেছে।

তবে, এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি। ক্যাম্পের বাজারে অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ওই শাখাটিতে নাইট গার্ড কিংবা কোন নিরাপত্তা কর্মী ছিল না। সিসি ক্যামেরাও নেই। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ঘটনাটি সংগঠিত করেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাঙ্কের শাখাগুলিতে একের পর এক চোরের হানা সংগঠিত হওয়ার পরও শাখাগুলিতে পুলিশ কিংবা বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সেই সুযোগকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে চোরেরা।

নয়াদিল্লীতে প্রয়াতা প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের প্রতি বুধবার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

রাজ্যের নতুন আইন সচিব গৌতম দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। রাজ্যের আইন সচিব পদে নিযুক্ত করা হয়েছে গৌতম দেবনাথকে। তিনি ত্রিপুরা জুডিসিয়াল একাডেমির ডিরেক্টর পদে ছিলেন। তাঁকে আইন দপ্তরের লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সার এন্ড সেক্রেটারি পদে বদলী করা হয়েছে। এই পদে এতদিন দায়িত্ব সামলেছেন দাতা মোহন জমাতিয়া। শ্রীজমাতিয়াকে বদলী করা হয়েছে হাইকোর্ট অব ত্রিপুরার মুখ্য বিচারপতির অফিসে। বুধবার হাইকোর্ট অব ত্রিপুরা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বদলীর ঘোষণা দিয়েছেন।

বিশালগড়ে নাশকতার আগুনে পুড়ল বিজেপি নেতার দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। বিশালগড়ের নোয়াপাড়ার আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় গত রাতে নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডে একটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দোকান মালিকের নাম সুখলাল বণিক। তিনি বিজেপি'র বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের ২৯নং বুথের সভাপতি। একই সঙ্গে ছিল মুদি ও কাপড়ের দোকান।

রাতে কে বা কারা দোকানে অগ্নিসংযোগ করে। তাতে পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে সবকিছু। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে আসলেও আগুনের গ্রাস থেকে কিছুই রক্ষা করা যায়নি। সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ব্যবসায়ী পরিবারটি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে খুনের চেষ্টা
দুই দফায় ট্রাফিক ইনস্পেক্টরসহ গ্রেপ্তার চার, বাড়ছে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। শনিবার গভীর রাতে রাজধানীর জ্যাকশন গেইট সংলগ্ন এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় বেসরকারি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধিষত্ব দাসের দেহ উদ্ধার হয়। গভীর রাতে দমকল বাহিনীর কর্মীরা আশঙ্কা জনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর রাতের অন্ধকারে আগরতলা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় জনমনে।

তারপরই পুলিশের কুম্ভ নিদ্রা ভঙ্গ হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে এই হত্যার চেষ্টার ঘটনার সাথে জড়িত শহরের কালিকা জুয়েলারির মালিকের ছোট ছেলে সুমিত চৌধুরী ও সোয়েব মিঞার নাম। কাল বিলম্ব না করে পুলিশ দুইজনকে আটক করে। তাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনার সাথে যুক্ত রয়েছে ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাস। যথারীতি মঙ্গলবার তাকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ।

তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে সুমিত বনিক নামে আরও একজন। তাকেও পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সদর এসডিপিও ধ্রুব নাথ জানান এখনো পর্যন্ত এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার দায়ে মোট ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ৩০৭,৩২৬ ও ৩৪১ ধারায় মামলা করা হয়েছে। তবে এই হত্যার চেষ্টার ঘটনার পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এই বিষয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মুখ খুলতে নারাজ।তবে শহরের বুকে বেসরকারি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে হত্যার চেষ্টার ঘটনার দায়ে ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাস গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বাম আমলে নিজেকে লাল বাড়ির ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে আগরতলা শহরে নিজের ছড়ি ঘুরিয়েছিলেন এই গুণধর ট্রাফিক ইন্সপেক্টার। সরকার পরিবর্তনের পরও এই ট্রাফিক ইন্সপেক্টারের ছড়ি ঘুরানো তেমন একটা কমেনি। কারন সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে গুণধর সুকান্ত বিশ্বাস রাতারাতি নিজের খোলস পাল্টে ফেলেন বলে খবর। বাম আমল থেকেও সুকান্ত বিশ্বাসের দাপট কয়েকগুণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোমগার্ডের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ধর্মনগর পুলিশ লাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। ধর্মনগর পুলিশ লাইনের ভেতরে জলপাই গাছের মধ্যে এক হোমগার্ডের আত্মহত্যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য। মৃত হোমগার্ডের নাম নিরেন্দ্র দেব, বয়স ৪২। তার বাড়ি ধর্মনগরের চন্দ্রপুরে। জানা গেছে ধর্মনগরের তার বাড়ি থাকলেও তিনি বাড়িতে বেশি যেত না, পুলিস রির্জাবেই থাকতেন। আরো জানা যায় নিরেন্দ্র দেব নেশায় ডুবে থাকতো।

আর এই নেশার যন্ত্রণার কারণেই বহু আগে স্ত্রী নিরেন্দ্রকে ছেড়ে চলে যায়। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তারা মুম্বাই-এ থাকে বলে যানা গেছে। সূত্রের খবর প্রায় সময় নেশা গ্রস্ত অবস্থায় থাকতো নিরেন্দ্র। জেলা পুলিস সুপার পুলিশ লাইনের কর্মীদের ও তার বড় ভাইয়ের সাথে কথা বলে জানতে পারেন দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিল নিরেন্দ্র দেব। আর এই শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই আত্মহত্যার পথ বেঁচে নিয়েছে নিরেন্দ্র বলে অনুমান সকলের।

মঙ্গলবার রাতে নিরেন্দ্র এই ঘটনা সংঘটিত করে বলে অনুমান সকলের। বুধবার সকাল ৬টা নাগাদ জলপাই গাছের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় নিরেন্দ্র দেবের মৃতদেহ দেখতে পায় পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইটবোঝাই লরি দূর্ঘটনায় হত এক, আহত আরো এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। আবারো মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক কিশোরের। মৃত কিশোরের নাম রঞ্জিত দাস। বয়স ১৩ বছর। গুরুতর ভাবে আহত নবজিৎ দাস নামে আরও এক কিশোর। ঘটনা কমলপুর থানার অন্তর্গত কুচাইনালা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন রঞ্জিত দাস ও নবজিৎ দাস একটি ইট বোঝাই গাড়িতে করে কুচাইনালা নিজ বাড়ি থেকে হালহালি এলাকায় এক ইট ভাট্টাতে যায় ইট আনার জন্য। সেখান থেকে গাড়ি করে ইট নিয়ে বাড়িতে আসার সময় কুচাইনালা জলেই সাপ্লাইয়ের সন্নিকটে দুর্ঘটনার কবলে পরে।

এতে গাড়ির পিছনে থাকা রঞ্জিত দাস ও নবজিৎ দাস গুরুতর ভাবে আহত হয়। আহতদের সাথে সাথে নিয়ে আসা হয় কমলপুরস্থিত বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর রঞ্জিত দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। আশঙ্কা জনক অবস্থায় নবজিৎ দাসকে স্থানান্তর করা হয় কুলাই জেলা হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে কমলপুরস্থিত বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে ছুটে যায় পুলিশ। এক পুলিশকর্মী জানান এই দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে এবং এক জনকে কুলাই জেলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূর অশ্লীল ছবি তোলার দায়ে এক ব্যক্তির জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। এক গৃহবধূর কিছু অশ্লীল ছবি তোলা এবং বাজারে পোস্টার হিসাবে প্রকাশিত করার অপরাধে এক ব্যক্তির জেল জরিমানা হলো। ভারতীয় দন্ড বিধির ৩৫৪(সি) ধারায় চন্দন দাস (৩৫) নামে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৩ বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা আর ২৯২ ধারায় ১ বছর জেল ও ১ হাজার টাকা জরিমানা ঘোষণা করে জেলা ও দায়রা বিচারক উদিত চৌধুরী।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে জানুয়ারি মাসে চন্দন দাস নামে এক ব্যক্তি বাইখোড়া থানাধীন পূর্ব চড়কবাই এলাকায় এক গৃহবধূকে নিয়ে বিলোনিয়ার কালীনগর কমলিকা গেস্ট হাউসে রাত্রী যাপন করে। সেদিন রাত্রে চন্দন দাস ঐ গৃহবধূর বেশ কিছু নগ্ন ছবি তুলে রাখে যা পরবর্তী সময়ে চন্দন দাস পোস্টার করে বাজারে ছেড়ে। পরবর্তী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-বাংলাদেশের যুগ্ম বিমানবন্দর হলে মৈত্রীর নতুন বার্তা পৌঁছবে বিশ্বে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। আগরতলা বিমানবন্দরের রানওয়েকে আরও প্রসারিত করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভারত সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভেতরে জমি চেয়েছেন, জানালেন নিজে। তিনি বলেন, আগরতলা বিমানবন্দর বাংলাদেশ সীমান্তের একেবারে কাছে। বড় বড় আন্তর্জাতিক উড়োজাহাজ উঠা-নামার জন্য আগরতলা বিমানবন্দরের রানওয়ের আরও লম্বা হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে বিমানবন্দরের যে রানওয়ে রয়েছে এতে বিমান উঠা-নামা করছে স্বাভাবিকভাবে, তবে বড় আকারের এয়ারবাস নামার জন্য আরও বড় রানওয়ের প্রয়োজন। তাই ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, রানওয়েকে আরও প্রসারিত করার জন্য যাতে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের দিক থেকে প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া যায়। ভারত সরকার যেন বিমানবন্দরের জমি পাওয়ার বিষয়ে

বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করে, আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতে উভয়দেশ লাভবান হবে। বাংলাদেশের একটি বড় অংশের যাত্রী আগরতলা বিমানবন্দর ব্যবহার করে ভারতের বিভিন্ন জায়গা-সহ বিদেশে যাতায়াত করেন, তাই তাদেরও সুবিধা হবে। বাংলাদেশ শুধু জমি দিলে তারা একটি তৈরি এয়ারপোর্ট পাবে। এর জন্য তাদের কোনও অর্থ খরচ করতে হবে না। আগরতলা বিমানবন্দরের মতো একটি বিমানবন্দর তৈরি করতে কমপক্ষে বাংলাদেশের ২ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের কাছে ভারত-বাংলাদেশের এই মৈত্রী-সম্পর্ক উদাহরণ হয়ে থাকবে যে একটি বিমানবন্দর দুই দেশ মিলে চালাচ্ছে। এজন্য তিনি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ভারত সরকারের কাছে। এখন ভারত ও বাংলাদেশ সরকার মিলে এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এর আগে তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, যেহেতু বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক যাত্রী আগরতলা বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াত করেন, তাই তাঁদেরকে অনেক ঘুরে আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে আগরতলায় আসতে হয়। তাই বাংলাদেশের দিকে একটি টার্মিনাল ভবন হলে তাঁরা সরাসরি নিজের দেশে গাড়ি করে বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপজাতি অধ্যুষিত দশটি মডেল গ্রাম চিহ্নিত করে সার্বিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। আট জেলার দশটি 'মডেল গ্রাম' গঠন করে এগুলির সার্বিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। মূলতঃ হাই লেভেল কমিটির সুপারিশক্রমে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই গ্রামগুলিতে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রের সার্বিকউন্নয়ন করা হবে। এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে রাজ্যের উপজাতি অংশের জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, কৃষ্টি ও অন্যান্য দিকগুলির বিকাশ সাধন করা।

বুধবার মহাকরণে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি বলেন, আট জেলার জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলির মধ্যে 'মডেল গ্রাম' চিহ্নিত করার জন্য। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বলা হয়েছে ডিপিআর প্রস্তুত করার জন্য আর্থিক বিষয়টি বিবেচনায় রেখে। যদিও ইতিমধ্যেই উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারীকদের সাথে এক বৈঠক করেছেন প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য।

জানা গিয়েছে, আটটি জেলার মধ্যে খোয়াই ও ধলাই জেলায় দুটি করে মডেল গ্রাম হবে। বাকি জেলাগুলিতে একটি করে হবে। যদিও গ্রামগুলি চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রতিটি মডেল গ্রামের জন্য কি কি বিষয় থাকবে তা ছয়টি ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে। পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, টেলি-যোগাযোগ, কর্মসংস্থান ইত্যাদি।

সমস্ত ক্যাটাগরিগুলিকে বিস্তারিতভাবে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সব মরশুমে চলার যোগ্য সড়ক যোগাযোগ, পরিশ্রুত পানীয় জল, পাকা শৌচালয়, গ্রামের বাজার নির্মাণ এবং বাজারের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ পরিষেবা, কমিউনিটি হল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পশু চিকিৎসালয়, একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সাথে ওই বিদ্যালয়ে শৌচালয়, বাউন্ডারি ওয়াল, পানীয় জল, বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট, তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, বিপিএল পরিবারে পাকা বাড়ি, মোবাইল পরিষেবা সাথে ইন্টারনেট, ডাক পরিষেবা সাথে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, এলপিজি সংযোগ, রেশন দোকান, কৃষি সহায়ক কেন্দ্র, হর্টিকালচার, প্রাণী সম্পদ বিকাশের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৯৮ ▫ ৮ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ২২ শ্রাবণ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সবুজায়নের স্বপ্ন

রাজধানী আগরতলা শহরকে সবুজায়ন করিবার স্বপ্ন দীর্ঘদিনের। বাম আমলেও তিলোত্তমা নগরী গড়িয়া তুলিবা স্বপ্ন দেখিয়াছে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রিরা। বাম আমল শেষ হইয়া রাম আমল চলিতেছে। রাম আমলের কান্ডারীও আগরতলা শহরকে সবুজায়ন করিবার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিবার জন্য যেইসব পরিকাঠামো প্রয়োজন আগরতলা নগর এলাকায় সেইসব পরিকাঠামো এখনও গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির বন্যা বহাইয়া দিয়া সবুজায়ন করার দিবাস্বপ্ন কতখানি সফল হইবে তাহা নিয়া নগরবাসীদের মনে নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিতেছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসিবার পরই আগরতলা শহর যখন বন্যায় ডুবু হইয়াছিল তখন রাজ্যের কান্ডারী বিপ্লববাবু সরেজমিনে বন্যায় ডুবুডুবু এলাকা পরিদর্শন করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এক বছরের মধ্যে এই দুরাবস্থা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। সেই অনুযায়ী কিছুকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেও তাহা যথেষ্ট নহে বলিয়া মনে হইতেছে। কভার্ড ড্রেনগুলির বুক চিড়িয়া ময়লা আবর্জনা বাহির করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে ঠিকই কিন্তু, জল নিষ্কাশনি ড্রেনগুলি যেইভাবে তৈরী করা হইয়াছে সেইগুলির গোড়াতেই গলদ রহিয়াছে। সেই কারণেই জল আপন গতিতে নিষ্কাশিত হইতে পারিতেছে না। ফলশ্রুতিতে মুহুর্তেই ড্রেন ভরিয়া জল মূল সড়ক ভর্তি হইয়া মানুষের বসতঘরে এবং দোকানপাটে ঢুকিয়া বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্য শুধু যে সরকার বা প্রশাসনই দায়ি তা হলফ করিয়া বলা যাইবে না। কারণ, জল নিষ্কাশনি ড্রেনগুলির বেশিরভাগ স্থানেই কিছু অতি লোভী নাগরিক বাউন্ডারি দেওয়াল কিংবা বসতঘর তৈরী করিয়া জবরদখল করিয়া রাখিয়াছে। রাজনৈতিক কারণে বিগত আমলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। অবশ্য বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এই ক্ষেত্রে কিছুটা হইলেও কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়াছেন ওইসব জায়গা জবরদখল মুক্ত করিয়া ড্রেনগুলিকে আপন গতিতে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিতে। শুধু তাই নয়, আবর্জনা পরিস্কার করিবার ক্ষেত্রে যেইসব দূর্বলতা বা গাফিলতি পরিলক্ষিত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রেও পুর প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার জনগন বানভাসী অবস্থা হইতে মুক্তি না পাইলেও মুখ্যমন্ত্রীর মধুর কন্ঠস্বরে খানিকটা হইলেও স্বস্তি পাইয়াছেন। তাহারা আশায় বুক বাঁধিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর মনোভাব অদূর ভবিষ্যতে এইসব বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল মিলিবে।

শুধুমাত্র বানভাসী অবস্থা কিংবা আবর্জনা মুক্ত করিলেই আগরতলা শহর এলাকাকে সবুজায়ন করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হইবে না। এরজন্য প্রয়োজন পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষের উপযুক্ত পরিচর্জার মাধ্যমে বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা করা। এই ধরনের উদ্যোগ গৃহীত না হইলে সবুজায়নের স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলিয়াছেন, পর্য্যটকদের আকৃষ্ঠ করিবার জন্য বিমানবন্দর হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পাশে ফুল ও ফলের বাগান গড়িয়া তোলা হইবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্ন যদি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়, তাহলে সবুজায়নের প্রয়াস খানিকটা হইলেও সাফল্যের মুখ দেখিবে তাহা বলা যাইতেই পারে।

টাকা নিয়ে ভিনরাজ্যের অধ্যাপককে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ রাজ্য কলেজ সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি. স.) : টাকার বিনিময়ে রাজ্যের কলেজের সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য প্যানেলে নাম রাখার গুরুতর অভিযোগ উঠলো পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে। সঠিক পরিচয় ও বাসস্থান খতিয়ে না দেখেই ভিনরাজ্যে চুক্তিভিত্তিক কর্মরত ওই সহকারী অধ্যাপককে চাকরি দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন। অভিযোগকারীর নাম ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সম্পাদক আরিয়ান সুলতান।

তার অভিযোগ, সম্প্রতি নৃতত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে ওবিসি বি ক্যাটাগরিতে নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের তরফে যে কজনকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমে নাম রয়েছে মায়াঙ্ক প্রকাশ বলে এক ব্যক্তির। যার পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ও ঝাড়খণ্ডের রাঁচি দুই জায়গাতেই ভোটার তালিকায় নাম আছে। প্রশ্ন যেখানে, তার পিতার নাম জগদীপ প্রসাদ কুমার, যিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। পরিবারের সকলের পদবী কুমার হলেও, তার পদবী আশ্চর্যজনকভাবে প্রকাশ কিভাবে হয়? কুমার পদবীর ব্যক্তিরা রাজস্থান ও ঝাড়খন্ডে তফসিলি জাতির নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হন। প্রকাশ পদবীর ব্যক্তিরা ঝাড়খণ্ডে সুপারিশকৃত কেন্দ্রীয় ওবিসি ক্যাটাগরির অধীন হলেও, পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা জেনারেল ক্যাটাগরিতে পড়েন। এর পাশাপাশি মায়াঙ্ক প্রকাশ ঝাড়খণ্ডের রাঁচি কলেজে পূর্ণ সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশিকা না মেনেই তিনি একটি সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করতে করতেই নিয়মিতভাবেই রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন। একইসঙ্গে অবৈধভাবে কলেজ থেকে বেতন ও পিএইচডির জন্য অনুদানও পাচ্ছেন। আরিয়ান সুলতানের অভিযোগ, শাসকদলের নেতা, মন্ত্রীদের কাটমানি দিয়েই সে জাল ওবিসি শংসাপত্র হাতিয়েছে। প্যানেলে দু নম্বরে নাম আছে দমদম দুর্গানগরের শুক্লা সিকদার বলে এক মহিলার। মায়াঙ্কের সব তথ্য নিয়ে ওই মহিলা কলেজ সার্ভিস কমিশনে একাধিকবার রাজ্যপালের মাধ্যমে আর টি আই করলেও কোন জবাব আসেনি। কমিশনে অভিযোগ জানাতে গেলে, চেয়ারম্যান কোনবারই তার সাথে দেখা করেননি। সেক্রেটারি তাকে বলেন মায়াঙ্ক প্রকাশের যাবতীয় নথি খতিয়ে দেখা হয়েছে তাতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নি। শুক্লা দেবীকে কমিশনের কন্টোলার বিষয়টি নিয়ে বেশি মুখ খুললে প্যানেল থেকে কালো তালিকাভুক্ত করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন শুক্লা দেবী। তার বক্তব্য ’ বন্ধুদের কাছ থেকে মায়াঙ্ক প্রকাশের সম্পর্কে জেনেই আমি আর টি আই করি। কিন্তু একটারও উত্তর পাইনি। এমনকি কোন বিষয়ে আমায় কত নম্বর দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে আরটিআই করলেও , চেয়ারম্যানের সই ছাড়াই একটি মার্কশিট দেওয়া হয়েছে। মায়াঙ্ক সম্পর্কে অভিযোগ জানালে উপরন্তু ধমকানো হচ্ছে। নৃতত্ত্ববিদ্যার একটি আসনের জন্য তিনজনের নাম প্যানেলে রয়েছে। যার প্রথমজনই ভুয়ো। আমার পরে যার নাম আছে তিনিও অভিযোগ জানিয়েছেন, কাজের কাজ কিছু হয়নি। সত্যটা সবাই জানেন। টাকার বিনিময়েই এই কাজ করা হয়েছে।’আরিয়ান সুলতান নিজেও মায়াঙ্ক প্রকাশ ও কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বললে তারা বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় মায়াঙ্ক ও তার পরিবারের ভোটার লিস্ট ও ওবিসি লিস্টের তথ্যপ্রমাণ নিয়ে রাজ্য সরকার ও কলেজ সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আরিয়ান সুলতান। তাঁর আরও অভিযোগ ’কলেজ সার্ভিস কমিশন দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। কমিশনের ৬০ শতাংশ নিয়োগেই দুর্নীতির গন্ধ আছে। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় আরবিকে, যেখানে ৮০ শতাংশ তারাই নিয়োগ হয় যাদের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশন , পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের বৈধ শংসাপত্রই নেই। রাজ্যের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহন করে সাম্মানিক এম এ ডিগ্রি পেয়েছেন। একটা ধাক্কা না দিলে এই দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না।’

সৎভাবে জীবনযাপনের প্রেরণা দেয় হজ

জয়নাল আবেদিন

নানান ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষে ধর্মের উৎসবের চেহারাতো ভিন্ন হবেই। খ্রিস্টানদের বড়দিন, বাঙালির দুর্গোৎসব, তেমনই মুসলমানদের ঈদুজ্জোহা, ঈদ-উল-ফিতর। শরিয়তের ভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টলাভের জন্য নিজের প্রিয় বস্তু ত্যাগ করার নামই কোরবানি, অর্থাৎ ঈদুজ্জোহার উদ্দেশ্য হল পশু জবাহ। মনোবাঞ্ছা ও আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য নানাবিধ পশু আল্লার উদ্দেশ্যে ইবাদত দেওয়া। এই ইবাদত ইসলামে তিন প্রকারের। একটি শারীরিক, অন্যদিক আর্থিক এবং তৃতীয়টি হল আর্থিক ও শারীরিক। নামাজ ও রোজা হল শারীরিক ইবাদত। জাকাত ও কোরবানি হল আর্থিক ইবাদত। অন্য একটি হল আর্থিক ও শারীরিক — যেমন হজ।

শান্তির ধর্ম ইসলাম পাঁচটি বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কলমা, নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজ — এই সেই পাঁচটি বিধান। এই বিধানগুলিকে যাঁরা মনেপ্রাণে মেনে চলেন তাঁরা হলেন মুসলমান। যদি অন্য কোনও ধর্মের মানুষ মুসলমান হতে চান বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চান তাঁকে কলমা পরেই ইসলাম গ্রহণ করতে হয় এখানেই বোঝা যায় ইসলাম ধর্মে কলমার গুরুত্ব কতখানি। কলমার পরেই নামাজকে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে দিন ও রাত মিলে পাঁচবার নামজ পড়তে হয়। ভোরবেলা, দুপুরবেলা, বিকেলবেলা, সন্ধ্যায় ও রাতে। নামাজগুলোর আলাদা আলাদা নামকরণ করা আছে। ইসলাম ধর্মে জাকাতের গুরুত্ব কম নয়। বছরের যে কোনও সময় এই জাকাত দেওয়া যেতে পারে। ঋণ বাদে গাচ্ছিত টাকার শতকরা আড়াই টাকা গরিব মিসকিনদেরমধ্যে বিলিয়ে দিতে হয়— একেই বাল হয় জাকাত দেওযা। সাধারণভাবে ঈদের সময় জাকাত দিয়ে থাকেন মুসলমানেরা। তবে ইচ্ছে করলে বছরের যে কোনও সময় কাজাতেরটাকা বিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। উদে উৎসবেরআগে রমজান মাসে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানকে রোজা রাখতে হয়। রোজা অর্থে সকাল থেকে সন্ধে অবধি নিরম্বু উপবাস। আর হজ হল বিশেষ তিথিতে মক্কাতীর্থ দর্শন। যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা জীবনে অন্ত এখবার হজব্রত পালন করতে হয়। হজ সম্পর্কে হজরত মুহাম্মাদ ঘোষণা করেছেন—সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কোনও মুসলমান হজব্রত পালন না করে মারা যান তবে পরকালের তাঁর মুক্তির বিষয়ে তিনি দায়িত্বশীল নন।

‘হজ’ শব্দের অর্থ হল ইচ্ছা বা অভিপ্রায়। হজ আদায়কালে কারঘর জিযারতের ইচ্ছা থাকে, এজন্য তাকে হজ বলা হয়। কিন্তু শরিয়তের ভাষায় হচ্ছে বিশেষ কিছু কার্যক্রম সমম্পাদক করার নাম, যা নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে যথাস্থানে পালন করা হয়। আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হজ করতে হলে অবশ্যই নিজেকে শুদ্দ হতে হবে। ঋণ থাকলে তা পরিশোধ এবং কারও কিছু পাওনা থাকলেতাকে তা দিয়ে দিতে হবে। অবৈধ পথে উপার্জিত অর্থে হজ করলে তা

আল্লার দরবারে কবুল হবে না। হজরত মুহাম্মদের অনুগামী মুসলমানদের জন্য হজ পালনের নির্দেশ আসে নবম হিজরিতে অর্থাৎ ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু ৬৩১ খ্রিস্টাব্দের আগেও আরবে হজ পালিত হত। সেই হজ পালিত হত ইসলাম ধর্মের পূর্বাপর নবি হহজরত ইব্রাহিমের সময়। হজরত মুহাম্মদ ইসলামের শেষ নবি হয়ে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে জীবনের একমাত্র হজ পালন করেন। তিনি সেই হজব্রত পালন করতে গিয়ে আরাফাত ময়দানের থেকে ইসলামের মূল লক্ষ্য কী সে সম্পর্কে ভাষণ দেন। তিনি উদাও করে ঘোষণা করেন —পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ভাই ভাই। তিনি উচ্চারণ করেন ইসলাম ধর্মে মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নেই। নারী পুরুষ ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। তোমার যখন তোমার স্ত্রীর প্রতি অধিকার আছে, তেমনি তোমার স্ত্রীরও অধিকার আছে তোমার উপরে। স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে যেন কোনও সময় একপেশে ব্যবহার না হয় দাসদাসীদের প্রতি অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন তিনি। তিনি বলেছেন তারাও তোমাদেরমতো মানুষ। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে। তোমারা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরতে দেবে।

হজরত ইব্রাহিমের সময় থেকে প্রচলিত হজ শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এর সঙ্গে মিশে আছে নানা কর্মকাণ্ড। এই হজের অনুষ্ঠানে যাঁরা হাজির হন তাঁরা স্থানকাল পাত্র পোশাক খাদ্যের বিভিন্নতা ভুলে গিয়ে সমস্ত মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি এবং সকলেই ভাই ভাই মনে করেন। আরবি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরেরশেষ মাস হল জিলহজ। জিলহজের আট তারিখ থেকে বারেরা তারিখ পর্যন্ত কাবাকে কেন্দ্র করে হজ উৎসব পালিত হয়। জিলহজ মাসে ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদুজ্জোহা বা কোরবানি উৎসব পালিত হযে থাকে।

মুসলমানদের কাছে হজ বড় আকাঙ্ক্ষিত ধর্মীয় উৎসব। জাকাতও হজ উৎসব দুটি বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। অর্থবান ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে এই দুটি উৎসব অবশ্য পালনীয় নয়। মুসলমানদের অন্যান্য উৎসবের মতো হজও পালিত হয় চাঁদের অবস্থান দেখে। সেই নির্দিষ্ট দিনে মক্কার আরাফাত ময়দানে সারাদিন কাটিয়ে দিতে হয়। দেহ, মন ও পরিচ্ছদে শুদ্ধ থেকে সারাদিন পাঁচবার নামাজ বা উপাসনা করাই হজের প্রধান অঙ্গ। হজকারীদের যেতে হয় বাইতুল্লাআল্লার ঘরে, যেতে হয় হজরত মুহাম্মদের সমাধিস্থল মদিনা শরিফে। সেখানে চল্লিশ ওয়াক্তা নামাজ পড়তে হয় । যেতে হয় মসজিদে নবাবিতে এবং আরাফাত ময়দানের পাশে মোদালকতে। এখানে ঘুরতে ফিরতে এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ করতে আটদিন সময় লাগে। হজকারীকে মক্কার কাবাঘরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। এই প্রদক্ষিণ করাকে ‘তওয়াফ’ বলা হয়। কাবাঘররে এক কোণায় দেয়ালে গায়ে প্রোথিত করে রাকা আছে একটি পাথর যাকে হাজরোল আসওয়াদ বা কৃষপাথর বলা হয়। প্রতিটি হজকারী কাবায় উপস্থিত হয় কাবাশরিফ প্রদক্ষিণকালে এই পাথর চুম্বন করে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক আদি নবি স্রষ্টারনির্দেশ অমান্য করে গন্দম বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেললে বেহেস্ত থেকে বহিষ্কৃত হন। সেই সময় তিনি বেহেস্তের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই পাথরটিকে পৃথিবীতে আনেন এবং কাবার দেওয়ালে সেঁটে দেন। হজের প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম হজকারীদের মনে পরকালের প্রতি আগ্রহ এনে দেয়।

হিন্দুধর্ম যেমন অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনও সেলাই কার াকাপড় পরিধান করা যায় না, সেলাইবিহীন বস্ত্র পরিধান করতে হয়, হজের সময় মুসলমানদের তেমি। এখানকার প্রার্থনা অনুষ্ঠানের সময় ধনী-গরিব পাশাপশি বসে প্রার্থনা করবেন কিন্তু কারও গায়ে সেলাই কার এক চিলতে বস্ত্রও থাকবেন না। হজের সময় সংসারের কথা, ছেলেমেয়েদের কথা কারও মনে থাকে না। এখানে বিশ্বসৃষ্টির কথা বিশ্বপ্রভুর গুণগান করেই সময় কেটে য়ায। পুন্যার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনে সৎভাবে বসবাস করার প্রেরণালাভ করেন এখান থেকে। মুসলমান ছাড়া অন্য কারও হজ করার অধিকার নেই। হজ করার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে হবে সৎভাবে এবং অবশ্যই নিজেকে। দানের টাকায় হজ করা যাবে না। স্বামীর অর্থবা পুত্রে অর্থে কোনও নারী হজযাত্রা করতে পারবেন। তাছাড়া অন্য যিনিই হজ করবেন, তাঁকেক যেতে হবে নিজের আয় করা অর্থে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, হজ করে কী হয় বা এর পিছনে ক উদ্দেশ্য আছে। এক্ষেত্রে বলতে হয় হজ হল অন্তরের ব্যাপার। যিনি হজে যাবেন তিনি ই কেবল এর তাগিদ অনুভব করবেন অন্তর থেকে। হজ করলে ‘হাজি’ নামে আখ্যায়িত হন। সমাজে ধর্মপ্রাণ ও সৎ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান—এইটুকুই সব।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ থেকে বিভিন্ন ভাষায় মানুষ কাবাশরিফে হজব্রত পালন করার জন্য হাজির হন। প্রত্যেকের গায়ে থাকে একধরনের পোশাক। নিজেকে সৃষ্টিকর্তার কাচে সঁপে দিয়ে ধুয়ে মুছে নেন অন্তরের পুঞ্জীভূত মলিনতা ও গ্লানি। বুকে বুক ঠেকিয়ে ভালোভাসা বিলিয়ে এখ জাতিতে পরিণত হয় যান এবং স্বীরারোক্তি করেন আমরা সকলেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। যাঁদের হজব্রত পালন করার সামর্থ্য আছে তাঁদের জীবনে অন্তত একবার হজ করা কর্তব্য—এটা হজরত মুহাম্মদের নির্দেশ। নারীদেরও হজ করতে বাধা নেই। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে হজ করতেযেতে পারেন। প্রায় দুই শতাধিক রাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হজব্রত পালন করে থাকেন।

হজ মানুষের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সহমর্মিতা, সহামুভূতি, মায়া মমতা, পরস্ররের প্রতি ভালোবাসা অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদান, মধুর বন্ধন, দূরে অবস্থানকারীদের কাছে আনয়ন এবং একে অপরকে সাহায্য -সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন শিলানির্মিত প্রাচীরের অনুরূপ সেই সমাজ দেয়ালে কেউ ছিদ্র করে ভাঙন সৃষ্টি করতে পারে না। বহু সংখ্যক লোকজন হজের আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন বেটে, কিন্তু সেই শিক্ষা বাস্তব জীবনে রূপায়ণ করেন না, তাই মুসলিম সমাজে ঐক্য নেই। তার যাঁরা হজ করে ফিরবেন, তাঁদের উচিত সমাজে হজের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া, সমাজের অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

কৃষ্ণ বাসুদেব

বাণী বসু

দ্বারকা স্তব্ধ। বিশাল কপাট শব্দ করে ভাঁজে ভাঁজে খুলে গেল। কিন্তু তার পিছনে উদ্ভাসিত মুখে বয়োজ্যেষ্ঠরা তো কই নেই? কোথায় উগ্রসেন ? শিনি ? সত্যক ? কোথায়ই বা গেলেন বসুদেব স্বায় ? ক’মাসেই কি সব এত বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন যে, অন্তত রথে চড়েও এত বড় বিজয়কীর্তির জন্য অভিনন্দন জানাতে এলেন না? বলদেবই বা কোথায় ? বিদর্ভ থেকে যখন ফিরেছিলেন, উগ্রসেন রথভর্তি মণিমুক্তো নিয়ে তাঁকে বিব্রত করে রীতিমতো পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে যাদব সিংহাসন উপহার দিতে চেয়েছিলেন।

পিছনে রতেরপর রথ, ঘোড়ার পর ঘোড়া, গোযানের পর গোযান, অজস্র ধনরত্ন। সেনাদলে যারা গুরুতর আহত তাদের তিনি পাঠিয়ে দিয়েচেন মথুরায়, বাকিরা সব ক্লান্ত, তবু তারা জয়ধ্বনি করতে করতে আসছে। সসৈন্যে বাসুদের নগরপথে ঢুকলেন। চালাও দারুক, চালাও..........।

বাসুদেবের ক্ষতগুলি এখনও পটিবাঁধা, বুকে, হাতে। মুখ পাটিতে প্রায় বিকৃত......... অদূরে অক্রূরের রথ দেখা গেল, আরও কিছু দূরে বিশ্বকর্ম্য ও বিশ্বকর্মা-পত্নী।

হিরণ্যবাহ পার হয়েই বিশ্বকর্মা-কন্যা ও আরও কিছু অসুস্থ নারীর জন্য শিবিকার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা, নির্দেশ পেয়ে বিশ্বকর্মা-কন্যার শিবিকা চলে গেল তার বাবা-মা’র কাছে। কন্যা তার মায়ের সঙ্গে চলে গেল গৃহে। বিশ্বকর্মা স্বয়ং এগিয়ে বাসুদেবের সঙ্গে নিলেন। আর্ত, আকুল মুখ। ‘কীভাবে তোমাকে ধন্যাবাদ দেব বাসুদেব?’ সত্যভামা কাকে যেন নির্দেশ দিলেন এখুনি যেন বৈদ্য নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর মহলে, বাসুদেব এখন ওখানেই অবস্থান করবেন। মুখ ফিরিয়ে নিচু গলায় তিনি বললেন, ‘রুক্মিণীমহলে যাব সত্যভামা, তুমি বরং মা-বাবার সঙ্গে তাঁদের গৃহে যাও। তাঁরা ব্যাকুল হয়ে আছেন’।

সত্যভামা গম্ভীর মুখে বললেন, ‘আপনি বুঝতে পারছেন না বাসুদেব, রুক্মিণীর মহল একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে আছে। দেখছেন না কোথাও কেউ নেই।’ ওই আসছে একের পর এক গোযান, ভিতরে রমণীর পররমণী, চিৎকার করছে, উল্লাস করছে, তাদের সংখ্যা এত যে কথাবার্তা বললেই গোলমাল বলে মনে হয়।

কর্মকরদের নেতৃস্থানীয় কেউ এগিয়ে এল, ‘জয় দ্বারকাধীশ, আপনার নির্দেশমতো শত শিবির তৈরি শেষ হয়ে গিয়েছে, গৃহগুলি কি শুরু করব’?

বাসুদেব এবার রথ থেকে নামলেন, নিজে দাঁড়িয়ে গোযান ও শিবিকাগুলিকে শিবিরে পাঠালেন। তারপরে দারুককে বললেন, ‘তুমি রানিকে নিয়ে সত্রাজিৎ-ভবনে পৌঁছে দাও, আমি ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছি।

আর দেরি করলেন না। ঘোড়া ছুটে চলল। চারিদিকে সকালের রোদ। উজ্জাল মণিমুক্তোসমতে স্বর্ণদ্বারকা যেন জ্বলছে। প্রসারিত কারনন। গাছে গাছে সবুজ হয়ে আছে। বর্ষাশেষেরস্বস্তি চারদিকে। কুঞ্জভবনের ছাত ও চারপাশ পুষ্পিত লতায় ছাওয়া। তারই তলায় দোলনায় বসে বলদেব, গলায় একটি হার বই আরকোনও গহনা নেই, হাতে পানপা। পাশে বেরতী দেবী। তিনি পানপাত্রটি ভরে ভরে দিচ্ছেন। ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে মুখ তুলে তাকলেন বলদেব। ‘এসে গিয়েছ? এসো, এসো কানু। আমার কাছে আগে এসেছ ভাল করেছ । কী বলো বেরতী।’

কৃষ্ণ লাফ দিয়ে নামলেন। বললেন, ‘ব্যাপার কী বলো তো’? ‘ব্যাপার তো আমরাই জিজ্ঞেস করব তোমাকে? বলদেব বললেন “শুনতে পাচ্ছি শ’য়ে উপপত্নী নিয়ে আসছ? কানু, দ্বারকানগরী অতি পবিত্র। এখানকার অন্তঃপুরও অতি পবিত্র। দ্যাখো, আমাদের পিচার চোদ্দোটি স্ত্রী বলে আমি নিজেই তাঁকে কত গঞ্জনা দিয়েছি। নিজে কিন্ত আমি একপত্নীব্রতী। এখন কানু, আমি জানি আমি নিজে তোমার একটি বিহার দিয়েছি, রাজনৈতিক কারণেও ক’টি বিবাহ করতে তুমি বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তাই বলে একসঙ্গে ষোলোশো। তারপরে, একে তারা অন্যের, মানে অসুরের উচ্ছিষ্ট, তার ওপরতাদের পারচিয়ের কোনও ঠিকঠিকানা নেই। তুমি কি এখন এখানে নববৃন্দাবন চালু করবে না কি?’ বলদেব বেশ ধীরে সুস্থে নিজের বক্তব্যটি পেশ করলেন। কোনও কালেই তিনি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলতে পারেন না।

এতদিন পরে ধৈর্যহারা হলেন বাসুদেব। থমথম করছে মুখ। বললেন, ‘আমি চললাম, আপনি সভা ডাকুন। গুনে গুনে সবাইকে আমি সেখানে দেখতে চাই। যা বারবার বলব না।’

মুখ ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন তিনি। বলদেব একবার পিছন থেকে ডাকলেন, ‘কানু! কানু!’ তিনি ফিরেও তাকালেন না রেবতী বললেন, ‘এতটাই রূঢ় হওয়ার দরকার ছিল কি? একজন মহাবীর,নগরীর প্রতিষ্ঠাতা , জাতির স্বার্থ দেখার সময়ে অন্য কোনও দিকে তাকান না........’

‘যতই বীর-টির হোক না কেন, রেবতী তুমি ভুলে যাচ্ছে সে আমার ছোটভাই, তাকে শাসন করা মানে কিন্তু অন্যদের আক্রমণের হাত থেকেও তাকে রক্ষা করা। সেটুকু তো আমাকে করতেই হবে।’ কিছুক্ষণ পর বললেন, ‘মুখটা খুব কালো হয়ে গিয়েছিল, তাই না?’

‘সারা মুখটাই তো পাট্টিকায় পাট্টিকায় ঢেকে ছিল, কালো-সাদা আর ধেকতে পেলাম কই।’ বলে রেবতী নিশ্বাস ফেললেন।

তাঁর স্বামীটি নিজের পছন্দমতো কথা ছাড়া আর কিছুই শুনতে চান না। বললে অভিমান করেন। কীই বা রেবতী পরিচয়। বলরামের ভিনদেশি স্ত্রী বই তো নয়। তিনি স্বামীকে যারপরনাই ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর তাঁর এই অতিরিক্ত সুরাসেবন যে ঠিক নয়, বহুবার বলে বলেও সেকথা তিনি বোঝাতে পারেননি, অভ্যাসও ছাড়াতে পারেননি। বিশ্বকর্মার ভবনে এসে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ। এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রার্থিত সঙ্গ। তবে হ্যাঁ, তিনি একন তাঁর কন্যাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন.........নাহ, আর ভাবার সময় নেই। কত দূর থেকে আহত অবস্থায় এতগুলি আর্ত মানুষকে নিয়ে এসে পৌঁছেছেন, এখুনি চিকিৎসা চাই, কিছু পথ্য চাই, পরামর্শ চাই। বিকেলের দিকে আহূত সভাটি বসল। উগ্রসেন থেকে শুরু করে সাত্যকি পর্যন্ত যে যেখানে ছিল, সবাই উপস্থিত। সভা যাকে বলে পূর্ণ। যে যার মন্তব্য ভাবনা চিন্তা ইত্যাদি নিয়ে মশগুল ছিলেন। ঘোষক শিক্ষা ফুঁকে ঘোষণা করল, ‘বাসুদেব আসছে—না’। নড়েচড়ে বসলেন সবাই। কৃষ্ণর দোহের পরিচর্যা হয়েছে। পট্টিগুলি বদলান হয়েছে। মুখের চেহারা একটু কি কম ক্লান্ত? কিন্তু অতি গম্ভীর। অনেকেরই হৃৎকম্প হচ্ছিল। আজকের বিষয়টির গুরুত্ব সবাইকেই বিচলিত রেখেছিল।

তিনি নিজের আসনে বসলেন, পাশে দারুক। কথা বললেন দারুকই। একটি বিস্তারিত হিসেব। কত সৈন্য সঙ্গে গিয়েছিল। কতজন ফিরেছে। কতজনকে আশু চিকিৎসার প্রয়োজনে মথুরা পাঠাতে হয়েছে। কত যোজন পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। তার মধ্যে কতগুলি নদ-নদী, কতগুলি জনহীন ব্যালকান্তর, কতগুলি ঘন জঙ্গল। কতবার ঘোড়া বদলাতে হয়েছে। ঠিক কত ওজনের ধনরত্ন গোগাড়ি করে আনা হয়েছে। হয়গ্রীব, নিকুম্ভ, মুর এবং নরক নিহত হয়েছে, এরা ছিল মগধরাজের অনুগতি এবং মহাবল।............ তারপের এল বন্দি প্রসঙ্গ।

কৃষ্ণ বলেন, ‘আপনারা নিশ্চই ভুলে যাননি যুদ্ধবন্দি চট করে দেশে নিয়ে আসা আমাদের নীতি নয়। একমাত্র কালযবনের সৈন্যদের গ্রহণ করে নিজেদের সৈন্যদলে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখা হয়েছিল, কারণ তাদের দলপতি বলতে কেউ ছিল না, যাওযার মতো স্থায়ী কোনও অঞ্চল ছিল না। এইবার হল আরেকটি ব্যতিক্রম। নরকের রাজ্যটাই দাঁড়িয়ে আছে দস্যুবৃত্তির ওপর। সে যেমন ধনসম্পদ লুঠ করে বিপুল রাজকোষ বানিয়েছে, তেমনই বহু নগর ও এলাকা থেকে লুণ্ঠন করেছে সুন্দরী মেয়েদের। এদের সংখ্যা বহু। যুদ্ধ শেষে আমি এদের আত্মীয় যেমন বাবা, স্বামী, পুত্র---ওই যারা ‘স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্তা’ বলে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, তাঁদের সকলকে ডেকেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই তাঁদের স্বীকারও করলেন না, ফিরিয়ে নেওয়া তো দূরের কথা। অনাথ অভাগা মেয়েগুলি এমন কাতর হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগল যে আমি তাদের আমাদের সঙ্গে দ্বারকায় নিয়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর দেখতে পাইনি। এতজন আশ্রয়প্রার্থী রমণী। এটা একটা বড় সমস্যা। এখন আমার একচা প্রস্তাব আছে। এই যোলাশতেরমধ্যে অনেকেই রোগগ্রস্ত, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। অনেকে মারা গিয়েছে, তাদের সৎকারের ব্যবস্থা করেছি। অনেকে অকালবদ্ধ,অনেকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। এদের জন্যেও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু রূপগুণযুক্ত নারীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বলি কী, আমরা প্রত্যেকে যদি কিছু সংখ্যক এই নারীদের বিবাহ করি, তাহলে এই নিরপরাধ অত্যাচারি লুণ্ঠিতাদের ওপরে সুবিচারকরা হয়। আপনারা কী বলেন? অনেকক্ষম কেউ কোনও কথা বললেন না।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

বুধবার ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা সাংবাদিক সম্মেলন করেন। ছবি- নিজস্ব।

মাওবাদীদের মূল স্রোতে ফেরাতে নিয়ম শিথিল করল নবান্ন

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স): অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ না হলেও আইটিআইতে ভর্তি হতে পারবেন মূল স্রোতে ফেরা মাওবাদীরা। মূল স্রোতে ফেরাতে নিয়ম শিথিল করল কারিগরি শিক্ষা দফতর।

বন্দুক ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফেরার চেষ্টায় মাওবাদী সদস্যদের পাশে রাজ্য সরকার। তার জেরেই বুধবার আরও শিথিল করা হল আইটিআইতে ভর্তির নিয়ম। এতদিন আইটিআইতে ভর্তি হতে গেলে নূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ ছিল। এখন থেকে লালগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় বন্দুক ছেড়ে যে সব মাওবাদী সদস্য ইতোমধ্যে আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের কথা মাথায় রেখে নবান্নের তরফে আইটিআইতে ভর্তির নিয়মে আরও একটু ছাড় দেওয়া হল। আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী সদস্যরা অষ্টম শ্রেণি পাশ না করলেও তারা ভর্তি হতে পারবেন আইটিআই"তে। পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক শেষে বুধবার এমনটাই জানানো হল নবান্নের তরফে।

আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের সমাজের মূলস্রোতে ফেরাতে এক বছরের বিশেষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা আইটিআই কোর্স গত বছরেই চালু করে রাজ্য সরকার। কেন্দ্র সরকারের তরফে মাওবাদী অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পৃথক স্কিম নেওয়া হয়েছে। তারই সূত্র ধরে, সংশ্লিষ্ট মাওবাদীদের বিশেষ আর্থিক অনুদান দেওয়ার সংস্থান রয়েছে।

তবে সেই সুবিধা নিতে গেলে মাওবাদীদের নিদেনপক্ষে নূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। যাঁরা সেই যোগ্যতামান পেরতে পারেননি, তাঁদের জন্যই আইটিআই'য়ের এই বিশেষ এক বছরের ফান্ডামেন্টাল কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়।

চলতি বছরেই নজির গড়েছেন প্রাক্তন মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম ওরফে বিক্রম । জেলে বসেই স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট বা সেট-এ সফলভাবে উত্তীর্ণ হলেন তিনি । এর আগে জেলে বসে কেউ এত বড় পরীক্ষায় সফল হননি । এক সময় খড়গপুর আইআইটির ছাত্র ছিলেন তিনি । মেধাবী ছাত্র বলেও পরিচিত ছিলেন অর্ণব । পড়তে পড়তেই ১৯৯৮ সালে যোগ দিয়েছিলেন মাওবাদী দলে। আইআইটির ক্যাম্পাস থেকে পুরুলিয়া,ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ে জঙ্গলে হাতে একে-৪৭ নিয়ে ডেরা বাঁধেন অর্ণব।

সুষমার বিদায়বেলায় অভিমানী স্মৃতি, শেষ শ্রদ্ধা জানালেন নোবেলজয়ী সমাজকর্মী কৈলাস সত্যার্থী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের আচমকা মৃত্যুর খবরে পর থেকে টুইটে শোকজ্ঞাপন করেছেন রাজনীতিকরা। কিন্তু তার মাঝে একেবারে আলাদা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। সুষমা প্রতিশ্রুতিপূরণ না করার স্মৃতি তুলে ধরলেন তিনি। বুধবার সুষমা স্বরাজের বিদায়বেলায় সেই অভিমানের সুর তাঁর গলায়।

একই দলের কর্মী। বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। সুষমার সঙ্গে কবে যে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন বুঝতে পারেননি স্মৃতি ইরানি। অভিজ্ঞ রাজনীতিককে 'দিদি' বলে ডাকতেন। প্রকৃত অর্থে যেন দিদি-বোনের সম্পর্কই হয়ে গিয়েছিলেন সুষমা। রাজনৈতিক সম্পর্ক গণ্ডি পেরিয়ে প্রবেশ করেছিল ব্যক্তিজীবনেও। ব্যস্ত জীবনে কিছুটা সময় বাঁচাতে পারলেই ছুটে যেতেন 'দিদি'র বাড়ি। সেখানেই চলত আড্ডা-গল্পগুজব। মঙ্গলবার রাতে আচমকাই মারা যান সুষমা। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর থেকে কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না স্মৃতি। টুইটে যখন সকলেই শোকজ্ঞাপনে ব্যস্ত, তখন স্মৃতি ভাগ করলেন 'দিদি'র সঙ্গে কাটানো ভাল সময়ের কথা। টুইটে তিনি লেখেন, "আমার তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া বাকি রইল। তুমি বলেছিলে একটি ভাল রেস্তরাঁ খুঁজতে। যেখানে আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেকথা রাখতে পারলে না।"

আবার সুষমা স্বরাজকে বড় 'দিদি'র মতো মানতেন নোবেলজয়ী সমাজকর্মী কৈলাস সত্যার্থী।

দিল্লিতে বাসভভবনে প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রীকে শেষ শ্রদ্ধা জানান তিনি। 'দিদি'র মরদেহে মালা দিয়ে আজ বড়ই মনে পড়ছে সেই স্মৃতিমেদুর মুহূর্তগুলির কথা। বারবার মনে পড়ছে ১৯৮১ সালে আম্বালার জনসভার কথা। ঠিক কী হয়েছিল সেদিন? আম্বালার জনসভায় ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন কৈলাস সত্যার্থী। জনসভায় জাতীয় সংগীত গাওয়ার ইচ্ছা ছিল খুদের। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাইক্রোফোন। কারণ তার উচ্চতার সঙ্গে সমতা ছিল না তাতে। দর্শকাসনে বসা সুষমা দৌড়ে যান। শিশুকে কোলে তুলে নেন তিনি। খুদের সুরে সুর মিলিয়ে গানও করেন অসামান্য রাজনীতিক।

রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে সুষমা হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত জননেত্রী। তাঁর মৃত্যুতে তাই চোখের জল বাঁধ মানছে না কারও।

বর্তমান বাংলার পরিস্থিতি দেখলে রামমোহন, বিবেকানন্দ লজ্জা পেতেন : জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুর, ৭ আগস্ট (হি.স.): 'বিজেপির সদস্য সংগ্রহ শিবিরে হামলা চালানো হচ্ছে। অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয় না। অথচ তরতাজা যুবককে নির্মমভাবে খুনের প্রতিবাদ করলেই মামলা দেওয়া হয়।"

বর্তমান বাংলার পরিস্থিতি দেখলে রামমোহন, বিবেকানন্দ লজ্জা পেতেন। বুধবার পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর আদালতে একটি মামলা জামিন নিতে এসে এভাবে রাজ্যসরকারকে বিঁধলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, ২০১৮র ডিসেম্বর মাসে বিজেপি কর্মী সন্দীপ ঘোষ খুন হয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতে আন্দোলনে নামে বিজেপি।

গত ১৩ই ডিসেম্বর ওই আন্দোলনের একটি অবস্থান বিক্ষোভ করে বিজেপি। সেখানে জয় বন্দ্যোপাধ্যায় উস্কানিমুলক বক্তব্য রাখেন বলে অভিযোগ। আর ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর দুর্গাপুরের মেয়র পারিষদ রাখী তেওয়ারীর ওপর হামলা চালায় এক যুবক। অভিযোগ, জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উসকানিমূলক বক্তব্যের পরই ওই হামলা। সেই মর্মে অভিযোগ দায়ের হয় থানায়। বুধবার ওই মামলার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে জামিন নিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এসিজেএম সুজয় সরকারের এজলাশে ১০০০টা ব্যাক্তিগত বন্ডে জামিন পান তিনি। আগামী ১৮ ডিসেম্বর ফের শুনানি দিন রয়েছে।

জয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,' দলীয় কর্মী সন্দীপ ঘোষ খুনের পর তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাদের শোকস্তব্ধ পরিবার দেখে আবেগপ্রবন হয়েই মন্তব্য করেছিলেন। তারজন্য বিচারকের কাছে দু:খপ্রকাশ করেছি। তবে মেয়র পারিষদের ওপর হামলার সঙ্গে কোন যোগ নেই। অযথা উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবে একটি মামলায় জড়ানো হয়েছে।' এদিন তিনি আরও বলেন, 'বিজেপির সদস্য সংগ্রহ শিবিরে হামলা চালানো হচ্ছে। খুনের ঘটনার অভিযুক্তরা গ্রেফতার হচ্ছে না। অথচ তরতাজা যুবককে নির্মমভাবে খুনের প্রতিবাদ করাই মামলা দেওয়া হল। রাজ্যে গনতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। বর্তমান বাংলার পরিস্থিতি দেখলে রাজা রামমোহন, সুভাষ বোস, স্বামী বিবেকানন্দ লজ্জা পেতেন।'

বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত এক হস্তকারু শিল্প ঘুরে দেখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

কৃষ্ণনগরে সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত মহিলা

কৃষ্ণনগর, ৭ আগস্ট (হি. স.) : নদিয়ার কৃষ্ণনগরে সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল ডাক বিভাগের এক মহিলা কর্মীর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে জেলা স্টেডিয়ামের পাশের একটি সুইমিং পুলে। ঘটনাটি নিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অনন্যা দাস মণ্ডল। বয়স ত্রিশ বছর। বাপের বাড়ি কৃষ্ণনগর সেগুনবাগান পাড়া এলাকায়। তাঁর বিয়ে হয়েছিল নবদ্বীপের তমালতলা এলাকায়। কৃষ্ণনগরের জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনেই রয়েছে জেলা স্টেডিয়াম। সেই স্টেডিয়ামের পাশে কৃষ্ণনগর ক্লাবের সুইমিং পুল। ওখানে সরকারি অফিসের কর্মীরা অনেকেই সাঁতার শিখতে যান। তিন মাস আগে সেখানে সাঁতার শেখার জন্য ভরতি হয়েছিলেন ডাক বিভাগের কর্মী অনন্যাও। অনন্যার স্বামী সব্যসাচী মণ্ডল কাস্টমস দফতরের কর্মী।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে তলিয়ে যান অনন্যা। কিছুক্ষণ পর ভেসে ওঠে তাঁর নিথর দেহ। সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর পৌঁছে যায় জেলা প্রশাসনিক ভবনের কর্মরতা তাঁরই এক আত্মীয়ের কাছে। জল থেকে তুলে তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। যদিও নিয়ে যাওয়া মাত্রই ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শক্তিনগর হাসপাতাল থেকে বেশি অনন্যার বাপের বাড়ি খুব দূরে নয়। খবর পাওয়া মাত্রই হাসপাতালে পৌঁছে যান তাঁর বাড়ির লোকজন।

অনন্যার মামা শ্যামল বিশ্বাস বলেন, "অফিস শেষ হওয়ার পর আমার ভাগ্নি জেলা স্টেডিয়ামের পাশে সুইমিংপুলে সাঁতার শিখতে গিয়েছিল। সেখানেই জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। আমার আর এক ভাগ্নি প্রশাসনিক ভবনে কাজ করে। তার কাছ থেকে আমি খবরটি পাই। হাসপাতাল থেকেও ফোন এসেছিল। জেলা প্রশাসনের একজন কর্তার গাড়িতে আমার ভাগ্নিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আমি এখনও বুঝতে পারছি না, সুইমিংপুলে প্রশিক্ষক থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটে গেল।" পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে অনন্যার। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। খোঁজখবর নিচ্ছেন জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও।

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে তৃণমূলের সভাপতি বদল

জলপাইগুড়ি, ৭ আগস্ট (হি.স): জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার তৃণমূলের সভাপতি বদল হল বুধবার। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমুলের সভাপতি হলেন কৃষ্ণকুমার কল্যাণী। আলিপুরদুয়ারের জেলা সভাপতি করা হয়েছে মৃদুল গোস্বামীকে।বুধবার জলপাইগুড়ির ক্লাব রোডের পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোয় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন জেলা পর্যবেক্ষক তথা পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার লোকসভা ভোটে পরাজয়ের পর আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক তথা জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তীকে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রাক্তন সংসদ বিজয় চন্দ্র বর্মণকে চেয়ারম্যান করা হয়। এবার সভাপতি পদটিও খোয়ালেন সৌরভ চক্রবর্তী। কৃষ্ণকুমার কল্যাণী তৃণমূল কংগ্রেসের পুরোনো কর্মী। পাশাপাশি তিনি আগেও জেলা সভাপতি ছিলেন। সৌরভ চক্রবর্তী আসার পর তিনি কোণঠাসা হয়ে যান।

অরূপ বিশ্বাস জানান, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি বদল হয়েছে। সৌরভ চক্রবর্তীকে দার্জিলিং জেলার কোর কমিটিতে রাখা হয়েছে। মোহন শর্মাকে চা বাগানের সংগঠন দেখতে বলা হয়েছে।

২৬ হাজার শূন্যপদ পূরণের দাবিতে পুরসভা ঘিরে বিক্ষোভ বাম সংগঠনের

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি. স.): ২৬ হাজার পদ খালি কলকাতা পুরসভায়। এই পদ শীঘ্রই পূরণ করার দাবিতে বুধবার কলকাতা পুরসভার সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাল ডিওয়াইএফআই সহ বাম যুব সংগঠনগুলি।

এদিন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার থেকে কলকাতা কর্পোরেশনের সদর দফতর পর্যন্ত এই মিছিল হয়। এরপরে আন্দোলনকারীরা মিছিল করে কলকাতা পৌর নিগমের সদর দফতরের সামনে এলে পুলিশ ব্যারিকেড করে সেই মিছিলকে বাধা দেয়। ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার সময় মিছিলে নিয়ন্ত্রণ আনতে পুলিশ হঠাৎই আন্দোলনকারী এক অংশের ওপর লাঠিচার্জ করে। ফলস্বরূপ তারা অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে কলকাতা পৌর নিগমের সামনে। আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধি দল কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দেয়।

এই প্রসঙ্গে ডিওয়াইএফআই নেতা কলতান দাশগুপ্ত , ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী জানিয়েছেন মেয়র শূন্যপদে নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছে তাদের। ডিসেম্বরে ৯ হাজার শূন্য পদে নিয়োগ হবে বলে মেয়র বলেছেন। অক্টোবরে এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। সমস্যার সুরাহা না হলে ফের আন্দোলনে পথে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দেয় তারা।

প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য বাল ঠাকরের প্রথম পছন্দ ছিল সুষমা, দাবি রাউথের

মুম্বই, ৭ আগস্ট (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তৎকালীন শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরের প্রথম পছন্দ ছিল সুষমা স্বরাজ। বুধবার প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে এমনই দাবি করেছেন শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউথ।

সুষমা স্বরাজের স্মৃতিচারণা করে শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউথ দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য বাল ঠাকরের প্রথম পছন্দ ছিলেন সুষমা স্বরাজ। সেই সময় জাতীয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ হয়নি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। গুজরাটের রাজনীতির মধ্যে সেই সময় লিপ্ত ছিলেন সেই সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। বালা ঠাকরে তাঁর মধ্যে দৃঢ় নেতৃত্ব প্রদানকারী নেত্রীকে আবিষ্কার করেছিলেন। দুই জনের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। এদিন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে শোকপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, ভারতীয় রাজনীতিতে অত্যুজ্জ্বল যুগের সমাপ্ত হল। দেশ এবং বিজেপির পাশাপাশি তাঁর প্রয়াণে অপূরণীয় ক্ষতি হল ঠাকরে পরিবারের। বালসাহেম ঠাকরে সঙ্গে সুষমা স্বরাজের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার রাতে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স) : আজ ৭ আগস্ট, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুথুভেল করুণানিধির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীউ বুধবার এই দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ এদিন টুইটারের মাধ্যমে এই শ্রদ্ধা বার্তা জানান মুখ্যমন্ত্রীউ

এদিন টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম করুনানিধিকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করিউ" ২০১৮ সালে মৃত্যুকালীন অবস্থায় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছরউ পরদিন ৮ আগস্ট তাঁর মৃত্যুতে 'জাতীয় শোক' ঘোষণা করে ভারত সরকারউ

এম করুনানিধি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ ও ভারতীয় লেখকউ তিনি ১৯৬৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে প্রায় দুই দশক ধরে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন তামিলনাড়ুর দীর্ঘকালীন মেয়াদের মুখ্যমন্ত্রীউ তিনি দ্রাবিড় আন্দোলনের দীর্ঘদিনের নেতা এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম রাজনৈতিক দলের দশবারের সভাপতিও ছিলেন। রাজনীতিতে আসার আগে তিনি চিত্রনাট্যকার হিসাবে তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছিলেন। তামিল সাহিত্যেও তাঁর অবদান যথেষ্টউ তামিল সাহিত্যে এবং তামিলনাড়ুর জনগণের অবদানের জন্য তাঁকে জনপ্রিয়ভাবে 'কালাইগনার' এবং 'মুত্তামিজারিগনার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

করুণানিধি ১৪ বছর বয়সে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন, জাস্টিস পার্টির আলাগিরিসামির বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দিবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তামিল রাজনীতিতে করুণানিধিকে সহায়তায় প্রথম যে বড় প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল তা ছিল কল্লাকুড়ির কল্লাকুডি আন্দোলন।

ঝাড়গ্রামে খাবারের সন্ধানে গ্রামে ঢুকে তান্ডব চালাচ্ছে দাঁতালের দল

ঝাড়্গাম, ৭ আগষ্ট (হি: স.) : জঙ্গল, মাঠে খাবার শেষ। তাই খাবারের সন্ধানে গ্রামে ঢুকে তান্ডব চালাচ্ছে দাঁতালের দলেরা। এদিন বুধবার সকালে ঝাড়্গাম ব্লকের ঘৃতখাম গ্রামের ঢুকে যায় একটি দাঁতাল। পরে স্থানীয় মানুষজনদের তাড়া খেয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে পাশের জঙ্গলে আশ্রয় গিয়ে ঢুকে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে গ্রামের মধ্যে ঢুকে যায় একটি হাতি। গ্রামের রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশের ঘর থেকে খড়ের চাল টেনে খাওয়ার পাশাপাশি বাড়ির সবজি খাই বলে অভিযোগে। এদিন সকালে গ্রামে হাতি ঢুকে যাওয়ায় ব্যপক আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামের মানুষজনেরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বেশ কয়েকদিন এই এলাকায় কয়েকটি হাতি রয়েছে। বনদফতরকে বারে বারে বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও হাতি তাড়ানোর কোনও ব্যবস্থা করেনি বনকর্মীরা। যদিও বনদফতরের দাবি ওই এলাকায় কোনও দলমার দল নেই তবে একটি বা দুটি রেসিডেন্সিয়াল হাতি রয়েছে। তাদেরকে বারে বারে তাড়ানো হলেও আবার ফিরে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যখন একপাল হাতি এলে বনদফতরের লোকজনেরা হাতি তাড়াতে আসে।

ছয়ের পাতায়

সুষমা স্মরণে সূর্যকান্ত মিশ্র

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স) : বিজেপির বর্ষীয়ান নেত্রী সুষমা স্বরাজের জীবনাবসানে শোক প্রকাশ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র উ বুধবার টুইটারে সুষমা স্বরাজের স্মৃতিচারণ করলেনউ এদিন রাত ২ টা ২৪ মিনিটে টুইটটি করেন তিনিউ

টুইটে সূর্যকান্ত মিশ্র লেখেন, "সুষমা স্বরাজ আমার জন্মের তিন বছর পরে জন্মালেও, উনি বরাবরই আমার মাতৃসমা বড়দির মতো ছিলেন। আমি যখন রাজ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন উনি কেন্দ্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই কারণে না , আরএসএসের সুপারিশ ছাড়াই এই মাতৃসমা মহিলা ভারতের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন, এটা দেখে ভালো লাগে। আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি।"

মঙ্গলবার রাতে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিজেপির এই প্রবীণ নেত্রী। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

বুধবার দশমিঘাট আবাসনের নানা সমস্যা নিয়ে পুর নিগমের মেয়র এর কাছে ডেপুটেশন আবাসিকদের। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে কী করবেন?

প্রতিদিনের তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততার মধ্যেও দুর্ঘটনা এড়াতে যে ক'টা জরুরি বিষয় মাথায় রাখতে হয়, তার মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার ভালোভাবে বন্ধ হয়েছে কিনা, তা জানা খুবই জরুরি। তবে যদি কখনো মনের ভুলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয় তবে তা থেকে নিজেকে কীভাবে বাঁচাবেন।

জেনে রাখা ভালো, বেশকিছু জরুরি বিষয়ে নজর রাখলেই এড়ানো যায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। সিলিন্ডারের পাইপ, গ্যাসের রেগুলেটর ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখলেই বাড়িকে নিরাপদ রাখা যায়। জানেন কি, ঠিক কোন কোন দিকে যত্নবান হলে বাড়িকে সুরক্ষা দেয়া যায়।

আসুন জেনে নেই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে কী করবেন?

সাবান ব্যবহার

অনেকেই পাইপ পরিষ্কার করতে সাবান ব্যবহার করে। এটা অত্যন্ত ভয়ের। পরিষ্কার শুকনো কাপড় ব্যবহার করুন। খুবনোংরা হলে হালকা করে জলে ভিজিয়ে নিন কাপড়। সেই কাপড়েই পরিষ্কার করুন গ্যাসের পাইপ।

পাইপ বদলান

পাইপ পরিস্কার করতে অনেকে গ্যাসের পাইপের গায়ে কোনও কদ্বাপড় বা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন না। এমন করলে পাইপ থেকে গ্যাস লিক হলে ধরা পড়বে না। একই পাইপ বছরের পর বছর ব্যবহার না করে প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তত বদলে ফেলুন।

গ্যাসের রেগুলেটর

গ্যাসের রেগুলেটরের নজল ভালো করে পাইপ দিয়ে ঢেকে রাখুন। গ্যাস বন্ধ করে বেরোনোর আগে দেখে নিন গ্যাসের পাইপ যেন কোনোভাবে গরম বার্নারের গায়ে লেগে না থাকে।

পাইপ পরিষ্কার করতে অনেকে গ্যাসের পাইপের গায়ে কোনও কাপড় বা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন না। এমনকরলে পাইপ থেকে গ্যাস লিক হলে ধরা পড়বে না। একই পাইপ বছরের পর বছর ব্যবহার না করে প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তর বদলে ফেলুন।

গ্যাসের রেগুলেটর

গ্যাসের রেগুলেটরের নজল ভালো করে পাইপ দিয়ে ঢেকে রাখুন। গ্যাস বন্ধ করে বেরোনোর আগে দেখে নিন গ্যাসের পাইপ যেন কোনোভাবে গরম বার্নারের গায়ে লেগে না থাকে।

দেশলাই ব্যবহারের

সিলিন্ডার গরম হতে পারে এমন কোনও কাজ করবেন না। অনেকেই গ্যাসের রেগুলেটর বা দেশলাই ব্যবহারের পর অবহেলার সঙ্গে তা রেখে দেন সিলিন্ডারের ওপরেই। এই দুটি জিনিসের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

রান্নাঘরে ঢুকেই গ্যাসের গন্ধ পেলে তখনই বেরিয়ে আসুন রান্নাঘর থেকে। ওই অবস্থায় কোনও সুইচ বোর্ড বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চালু করবেন না। গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে বুঝলে দ্রুত তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

সেফটি ক্যাপ

সেফটি ক্যাপ ব্যবহার করুন। রান্নাঘর থেকে বেরোনোর পরেই সিলিন্ডারের মুখ ঢেকে রাখুন সেফটি ক্যাপে।

যেভাবে আসলো মেহেদীর প্রচলন

ঈদে মেহেদীর রঙে হাত সাজানো খুব জনপ্রিয় একটি রীতি। এছাড়া বিয়ে জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানে মেহেদীর রঙে হাত না রাঙালে অনেকের কাছেই উৎসবের পরিপূর্ণতা পায় না।

মেহেদি পাতা বেটে, শুকিয়ে গুড়া করে বাপেস্ট করে শরীরের বিভিন্ন স্থান রাঙানো ইতিহাস বহু পুরনো। আর উৎসবে বিশেষ করে ঈদ হলে তো কথাই নেই। বিয়েতে বর কনের হাতে মেহেদি থাকা চাই ই চাই। মেহেদির দেয়ার কারণে কখনো কোন অ্যালার্জি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নজির না থাকায় যুগে যুগে এর জনপ্রিয়তা একবিন্দু কমেনি, বরং বেড়েছে।

মেহেদি দেয়ার ইতিহাস অনেক আগের। তবে ঠিক কবে কোথায় মেহেদির আবিস্কার হয়েছিলো তার সঠিক কোন দিনক্ষণের ব্যাপারে কোন তথ্য মেলেনি।

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক তৌহিদুল হক জানিয়েছেন, লিখিত কোন দলিল না থাকলেও ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ এর মেহেদি ব্যবহারের তথ্য মুসলমানদের এই মেহেদি ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পরে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য এই মেহেদি দেয়ার প্রথাকে আরও প্রসারিত করে। তৌহিদুল হক বলেন, মেহেদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে হযরত মোহাম্মদ স এর একটি উক্তি রয়েছে।

এই বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরকরে এই ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় মেহেদির ব্যবহার শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । পরবর্তীতে মুঘল সাম্রাজ্যের জনগণ এটাকে প্রসারিত করে।

বাংলাদেশ , ভারত ও পাকিস্তানে মেহেদির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং আফ্রিকায় যেসব দেশের ভাষা অ্যারাবিক সেসব দেশেও ব্যবহৃত হয় এই মেহেদি।

অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেছিলেন। বিশ্বের নানা দেশের মেহেদি ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু এর কারণ বা উদ্দশ্য স্থানভেদে ভিন্ন।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরুহলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেছে। তবে একেক দেশে একেক ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরু হলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেএছ।তবে একেক দেশে একের ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

ইতিহাসের বইগুলোয় মিসরের ফারাও সাম্রাজ্যে মমির হাতেও পায়ের নখে মেহেদির মতো রঙ দেখা যায়। তবে সেটা মেহেদি দিয়ে রাঙানো কিনাসেটানিশ্চিত হওয়া যায়নি। আবার বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মের বিয়ের উৎসবে মেহেদি সন্ধ্যা নামে আলাদা একটি দিনের আয়োজন করা হয় যেখানে বর করনে থেকে শুরু করে পুরো পরিবার আনন্দে মেতে ওঠে শুধুমাত্র মেহেদির রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে।

আবার অনেক চামড়ার বিভিন্ন রেগের জন্য হার্বাল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করছে এই মেহেদি।

সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলে যা করবেন

সন্তান লাভের চেষ্টা করছেন কিন্তু সে চেষ্টা বরবার ব্যর্থ হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে এমন দুঃখজনক সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। কোনো দম্পতি সন্তান নিতে যাচ্ছে কিন্তুতাদের যে ইচ্ছা সফল হচ্ছে না। এ জন্য দুটো সমস্যা থাকতেপারে। যিনিপিতা হতে চাচ্ছেন তার শুক্রকীটের সমস্যা থাকতে পারে।

অন্যদিকে যিনি মা হতে চাচ্ছেন তার ডিম্বাণু সংক্রান্ত সমস্যা থাকতে পারে। এ ধরনের দম্পতিকে সাব ফার্টাইল বা ইন ফার্টাইল বলে অভিহিত করা হয়।

আসুন জেনে নেই সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলেযা করবেন

গুড টাইমিং' খুবই জরুরি

সবার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য না হলেও স্বাভাবিক নিয়ন অনুযায়ী মেয়েদের মাসিকের গড় চক্রকালে ২৮ দিন অনেকের অবশ্য মাসিক অনিয়মিতও হয়ে থাকে। তাই 'ওভুলেশন' বা ডিম্বোস্ফোটনের সাতদিন পর্যন্ত স্বামী বা পার্টনারের সঙ্গে সহবাস করলে একজন নারীর গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি।

মানসিক চাপকে দূরে রাখুন

সন্তান না হওয়ার করাণে অনেক নারী মানসিক চাপে ভোগেন। আবার আমাদের সমাজে পরিবার এথকেও চাপ আসে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের চাপকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো করে থাকাটা ভালো। কারণ জোর করে সন্তান ধারণ করা বা সন্তানের মা হওয়া যায় না। এছাড়া মানসিক চাপ থাকলে তা শেষ পর্যন্ত সন্তানের জন্যও মঙ্গলজনক হয় না।

খাওয়া-দাওয়া

গর্ভধারণ করতে চাইলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও কিছুটা সচেতন হতে হবে। যেমন আপনার খাবারের তালিকায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার থাকা জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বাদাম ও দুধ বা জাতীয় খাবারও গর্ভধারণে সহায়তা করে।

ফলিক অ্যাসিড বা আয়রণ ট্যাবলেট

গর্ভধারণ সহজ করার জন্য, অর্থাৎ জননক্ষমতা বাড়তেও জরায়ু সুস্থ রাখতে কিছু নিয়ম মানাযেতে পারে। এক্ষেত্রে ফলিক অ্যাসিড ও আয়রণ ট্যাবলেট সেবন করতে পারেন। তবে তা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে।

হতাশা

কিছুদিনন চেষ্টার পর সফল না হলে মন খারাপ বা নিজেকে দায়ী করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। অনেকের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে। আসলে গর্ভধারণ নির্ভর করে নারী, তাঁর জননক্ষমতা, ওভুলেশন বা ডিম্বোস্ফোটনের তারিখ, নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার ওপর।

'গুড টাইমিং' কখন?যদিও ডিম্বোস্ফোটনের একেবারে সঠিক সময় বোঝা কঠিন, তারপরেও বেশিরভাগ মেয়েরই ঋতুস্রাব শুরুর ১০ থেকে ১৫ দিন আগে ডিম্বোস্ফোটন হয়। অর্থাৎ এটাই সবথেকেউর্বর সময়ে। কাজেই হিসেব করে সেভাবে যৌনমিলন হলে নারী গর্ভবতী হতে পারে। তবে শরীরে অন্য কোনো সমস্যা থাকলে অন্য কথা।

কোমর ব্যথার কারণ

পি এলআইডি বা লাম্বার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক প্রল্যাপস। পিএলআইডি তিন মাত্রার হতে পারে স্বল্প, মাঝারি ও তীব্র মাত্রা।

লক্ষ্মণঃ প্রধান লক্ষণ কোমর ব্যথা। ব্যথা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। পায়ে ঝিঁঝি ধরতে পারে বা শিরশিরে অনুভূতি হতে পারে। অনেক রোগী বলে থাকেন পা চাবাচ্ছে। সামনে ঝুঁকলে ব্যথা বাড়ে , রোগী বেশিক্ষণ হাঁটতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। অনেকে শোয়া থেকে উঠে বসতেই পারেন না। তীব্র পিএলআইডির ক্ষেত্রে ব্যথা ছাড়াও স্নায়ুজনিত বিভিন্ন লক্ষ্মণ থাকতে পারে।

রোগ নির্ণয়ঃ মেরুদণ্ডের কোমরের অংশ পাঁচটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। এর নিচে থাকে স্যাক্রাম। এই হাড়ের মাঝে তালের শাঁসের মতো স্থিতিস্থাপক চাকতি থাকে। এগুলো শক এবজর্বারের ভূমিকা পালন করে। সামনে ঝোঁকা, ডানে বামে, বাঁকা হওয়া, হাঁটা, শোয়া, বসাসহ প্রায় সব মুভমেন্টেই এই চাকতি ভূমিকা পালন করে।

পিএলাইডিতে এই চাকতিটি তার অবস্থান থেকে সরে যায় এবং সরে যাওয়া চাকতিটি গোড়ায় চাপ প্রয়োগ করে, ফলে কোমরে ব্যথা শুরু হয়। বায়ুগুলো যেহেতু কোমর থেকে বের হয়ে পায়ের দিকে চলে গেছে তাই পায়ের দিকেও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। তবে এটি নির্ভর করে কোন স্নায়ুর গোড়াটি চাপে পড়ল এবং চাপের ধরণ ও মাত্রা কেমন। ডিস্কটি অক্ষত থেকে স্নায়ুকে চাপ দিতে পারে আবার এর পর্দা ছিঁড়ে এর ভেতরের নিউক্লিয়াস ও জেলি বেরিয়ে এসে তা স্নায়ুরগোড়ায় চাপ দিতেপারে।এটি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে এম আর আই করতে হবে। শারীরিক লক্ষ্মণ ও এমআরআইয়ের রিপোর্ট চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

চিকিৎসাঃ পিএলআইডি মানেই অপারেশন নয়। স্বল্প ও মাঝারি মাত্রার পিএলআইডি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পূর্ণ বিশ্রাম রেখে দিনে তিন চারবার ফিজিওথেরাপি প্রয়োগকরলে তিন চার সপ্তাহের মধ্যেই পিএলআইডিজনিত কোমর ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়াযায়।

আমের রোগবালাই পোকামাকড় দমন

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার কারণ ও তার সমাধান আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুতর সমস্যা।এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অতবা কার্বারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তারা স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয় । যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়। এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়। এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরে যায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে 'প্লানোফিক্স' ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

সিভি লেখার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

চাকরির ক্ষেত্রে সিভি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। চাকরি হবে কিনা তাও বেশিরভাগ সময় নির্ভর করে আপনার সিভিটা কতটা ব্যতিক্রম। সিভি ফার্স্ট ইমপ্রেশন তৈরি করতে যে সাহায্য করবে সেটা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

আসুন জেনে নেই সিভি লেখার আগে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

বেকারত্ব

আপনার চাকরি জীবনের ধারাবাহিকতায় দেখা গেল ছয় মাস আপনি বেকার ছিলেন, এই ধরনের গ্যাপ প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগ পছন্দ করে না। তাই সিভিতে এই বিষয়গুলো এড়িয়ে চলুন।

নেটওয়ার্ক

আপনি যে বিষয়ে পড়াশুনা করলেন কিংবা আপনার, অভিজ্ঞতা কতটুকু ভালো সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আপনার চাকরিদাতা দেখবে আপনার নেটওয়ার্কয়ের ক্ষমতা কতটুকু।

ইমেইল আইডি

আপনার ইমেইল ঠিকানার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিত্ব অনেকটাই বোঝা যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে উদ্ভট কিংবা অশালীন অর্থ বহন করে এইরকম কোনও ইমেইল আইডি সিভিতে দেবেন না।

এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য

আপনার বয়স যদি ৫০ কিংবা ৬০ হয়, কিংবা কোনও সিনিয়র পোস্টে চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আপনার এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য সিভিতে দিতে যাবেন না।অভিজ্ঞতা

আপনার সিভিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা ব্যবহার করবেন আপনার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে। কারণ আপনার চাকরিদাতা এই অংশটিই সবচেয়ে খুঁটিয়ে পড়েন।

চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান

যে চাকরির জন্য আবেদন করছেন সে চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান।

একই সিভি সব জায়গায় জমা দেবেন না।

দুই পাতা

চাকরি জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন? তাহলে সিভি বানাবেন এ ফোর সাইজের এক পাতায় আর সিনিয়র হলে দুই পাতায়। এর বেশী কখনোই নয়।

নভোচারীকে প্রশিক্ষণ দেবে অ্যাপ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার সঙ্গে মিলে স্পেস নেশন নেভিগেটর সাধারণ মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ করতে এনেছে নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ।অ্যাপটি তৈরি করেছে স্পেস নেশন। অ্যাপটিকে 'বিশ্বের প্রথম নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ' হিসেবে দাবি করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। অ্যাপটিতে মিনি গেম, কুইজ, ফিটনেস চ্যালেঞ্জ এবং ন্যারোটিভ অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে গ্রাহককে নভোচারীদের মৌলিক কৌশলগুলো শেখানো হবে বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর। 'স্পেস নেশন অ্যাস্ট্রোনট প্রোগ্রাম' এর প্রথম ধাপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে স্পেস নেশন নেভিগেটর অধ্যাপক। বৈশ্বিক এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন বিজ্ঞানী মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। ১২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে বিনামূল্যের অ্যাপটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৬১ সালে মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম মানব হলেন ইউরি গ্যাগারিন। ওই অর্জনের বর্ষপূর্তির দিনেই নতুন নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপটি উন্মোচন করা হয়।স্পেস নেশন প্রধান কেল ভাহা জাকোলা বলেন, 'স্পেস নেশন নেভিগেটরের উন্মোচন অ্যাপ ব্যবহারকারীদের মহাকাশ গণতন্ত্রের কেন্দ্রে নিয়ে আসছে।' শুনতে যতটা উন্মাদনা মনে হয় তেমনি অ্যাপটি ডাউনলোড করা আপনার মহাকাশ যাত্রার প্রথম ধাপ হতে পারে।'গুগল প্লে স্টোর থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে স্পেস নেশন নেভিগেটর অ্যাপ। শিগগিরই অ্যাপ স্টোরেও আনা হবে এটি।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

ঘরেই তৈরি করুন সুস্বাদু দোসা

দক্ষিণ ভারতের একটি অন্যতম জনপ্রিয় খাবার হলোদোসা। আর এই দোসার সাথে খাওয়া হয় নানান রকমের চাটনি ও ভুনা। তবে দোসা বাংলাদেশেও বেশ জনপ্রিয়। দোসা খেতে পছন্দ করেন অনেকে। তবে দোসা কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি। তবে আপনি চাইলে ঘরেই তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু দোসা।আসুন জেনে নেই কীভাবে তৈরি করবেন সুস্বাদু দোসা।উপকরণ

৩ কাপ আধা সেদ্ধ করা পোলাওয়ের চাল, ১ কাপ কলাইয়ের ডা, ১ চা চামচ খাবার সোডা, ১ চা চামচ লবণ, ১/২ চা চামচ চিনি।

প্রণালি

চাল ও ডাল ৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। চাল ও ডাল মিহি করে বেটে ফেলুন অথবা ব্লেন্ডারে মিহি করে ব্লেন্ড করে নিন। মিশ্রণে লবণ, চিনি ও জল মিশিয়ে পাতলা করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আরো ৬/৭ ঘন্টা রাখুন।

একটি নন স্টিক পাত্রে তেল ব্রাশ করে হাল্কা আঁচে গরম করুন। তেল গরম হয়ে গেলে পাত্রে একটি টেবিল চামচ দোসা তৈরির মিশ্রণ ঢালুন এবং পাত্রের চারদিকে চামচ দিয়ে পাতলা ও গোল করে ছড়িয়ে দিন। দোসার নিচের অংশ হালকা বাদামী হয়ে ধারাগুলো উঠে এলে বুঝতে হবে দোসাহয়ে গেছে। দোসা তোলার সময় সাধানে তুলতে হবে। চাইলে গোল করে মুড়িয়ে দিতে পারেন অথবা সোজাও রাখতে পারেন।

প্রতিবার পাত্রে দোসার মিশ্রণ দেয়ার আগে পাত্রটি কাপড় দিয়ে মুছে তেল ব্রাশ করে নিতে হবে। নয়তো দোসা আটকে যাবে এবং ওঠানোর সময় ছিঁড়ে যাবে। ডাল ভুনা, সবজি, তেঁতুল বা জলপাইয়ের চাটনি, নারকেল মিষ্টি চাটনি, আমের আচার বা দই দিয়ে গরম গরম দোসা পরিবেশন করুন।

বুধবার ন্যাশনাল ডি ওয়ার্কিং ডে হিসেবে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রি সান্ত্বনা চাকমা স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে কৃতি নাশক ওষুধ প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

চলে গেলেন চিত্রপরিচালক তথা চলচ্চিত্র নির্মাতা-অভিনেতা জে ওমপ্রকাশ

মুম্বই, ৭ আগস্ট (হি.স.) : প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের অকাল প্রয়াণের শোক এখনও সামলে উঠতে পারেনি গোটা দেশ। এর মাঝেই এল আরও এক শোকসংবাদ। এবার ইন্দ্রপতন ঘটল বলিউডে। প্রয়াত হলেন অভিনেতা হৃতিক রোশনের দাদু প্রবীন চিত্রপরিচালক তথা চলচ্চিত্র নির্মাতা-অভিনেতা জে ওমপ্রকাশ। বয়স হয়েছিল ৯২। বুধবার সকালে মুম্বইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলিউডের এই প্রবাদপ্রতীম পরিচালক তথা অভিনেতা।

বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন জে ওমপ্রকাশ। অসুস্থতার কারণে মাস কয়েক হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন তিনি। রাজেশ খান্না এবং মুমতাজ অভিনীত সুপারহিট ছবি 'আপ কি কসম'-এর পরিচালক ওমপ্রকাশের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই রোশন পরিবারকে সমবেদনা জানাতে শুরু করে গোটা বলিউড।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় হৃত্বিকের পরিবারকে সমবেদনা জানান বলিউডের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন। তিনি লেখেন, ''প্রখ্যাত প্রযোজক ও পরিচালক জে ওম প্রকাশজি সকালে চলে গিয়েছেন। অত্যন্ত ভদ্র এই মানুষটি আমার প্রতিবেশী, হৃত্বিকের দাদু। দুঃখিত। তাঁর আত্মার প্রতি প্রার্থনা জানাই।'' তাঁর একমাত্র কন্যা পিঙ্কির বিয়ে হয়েছে বলিউডের খ্যাতনামা পরিচালক তথা প্রযোজক ও অভিনেতা রাকেশ রোশনের সঙ্গে। সেই সূত্রে হৃতিক রোশনের দাদু জে ওমপ্রকাশ।

বুধবার সকালে হৃতিক সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর দাদুর প্রয়াণের খবর নিশ্চিত করেন।

তিনি লেখেন, ''আমার সুপারটিচার, যাকে আদর করে আমি 'ডেডা' বলে ডাকতাম। জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে উনি আমায় যা শিখিয়েছেন সেসব আমি এখন আমার সন্তানদের শেখানোর চেষ্টা করি। উনি আমার কাছে স্পিচ থেরাপিস্ট ডা. ওজা, যিনি কি না আমার দুর্বলতা নিয়েই আমায় চলতে শিখিয়েছেন।''

'আপ কি কসম', 'আখির কৌন', 'আপনাপন', 'আশা', 'অর্পণ', 'আদমি খিলোনা হ্যায়'-এর মতো বহু ছবি তৈরি করেছেন জে ওমপ্রকাশ। তাঁর প্রযোজিত 'আই মিলন কি বেলা', 'আয়ে দিন বাহার কে', 'আখোঁ আখোঁ মে', 'আয়া সাওয়ান ঝুম কে', 'আখির কিউ' বক্স অফিসে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। ১৯২৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধীনস্থ তৎকালীন পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন এই চিত্রনির্মাতা।

প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ের ধলাইয়ে বাজেয়াপ্ত তিন ট্রাক বোঝাই প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার চোরাই সেগুন কাঠ, আটক তিন

শিলচর (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার লোয়াইপোয়ার পর এবার কাছাড়েও বিপুল পরিমাণের চেরাই সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এগুলি মিজোরাম থেকে গুয়াহাটিতে পাচার হচ্ছিল।

কাছাড়ের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) সানিদেও চৌধুরী এ তথ্য দিয়ে জানান, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে দলবল নিয়ে তিনি নিজে আজ ভোরে জেলার ধলাই এলাকায় তিনটি চেরাই সেগুন কাঠ বোঝাই ট্রাক বাজেয়াপ্ত করেছেন। তিনটি ট্রাকে ১,২৫০ টুকরোর ৫, ২৫৭ কিউবিক মিটার সেগুন কাঠ ছিল। কাঠগুলোর বাজারমূল্য ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান ডিএফও চৌধুরী। তিনি বলেন, সেগুন কাঠগুলি মিজোরামের লিমপেই থেকে গুয়াহাটিতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের।

সানিদেও চৌধুরী বলেন, প্রথমে ট্রাকগুলিকে আটক করে কাঠের বৈধ নথিপত্র চাওয়া হয়। কিন্তু কোনও চালান বা জিএসটির কাগজপত্র দেখাতে পারেনি ট্রাকচালকরা। ফলে চোরাই কাঠ পাচারের অভিযোগে ট্রাকগুলি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি এর চালকদেরও আটক করা হয়েছে। তাদের জাকির হুসেন বড়ভুইয়াঁ, মুজিবুর রহমান এবং নুরুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ বলে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি করিমগঞ্জ জেলার লোয়াইরপোয়ায়ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার সেগুন গাছের লগ। ওই লগগুলি মিজোরাম থেকে লঙ্গাই নদীতে ভাসিয়ে পাচার করা হচ্ছিল।

সুষমা স্বরাজের স্মরণে শোক সভা মেটালিতে

মেটেলি, ৭ আগস্ট (হি. স.) : প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা বিজেপির বর্ষীয়ান নেত্রী সুষমা স্বরাজ। তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণ মেনে নিতে পারছেন না কেউই। বুধবার সকালে জলপাইগুড়ির মেটালিতে প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের স্মরণে শোক সভা করা হল।

বুধবার সকালে বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সুষমা স্বরাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। বিজেপি নেতা জগদীশ বর্মন, মজনু হক প্রমুখ নেতা সহ বিজেপি কর্মীরা কালো ব্যাচ পরে নীরবতা পালন করেন। দলীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। এদিন মেটেলি, চালসা, বিধাননগর, মঙ্গলবাড়ি এলাকায় বিজেপি-র তরফে শোকসভা করা হয়। মঙ্গলবার রাতে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

জরুরি অবস্থার উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল সুষমার : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : জরুরি অবস্থার সময় উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল সুষমা স্বরাজের। পরবর্তী সময়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দক্ষ প্রশাসক বলে স্মৃতিচারণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন শোকেবিহ্বল অমিত শাহ জানিয়েছেন, অসময়ে সুষমা স্বরাজের চলে যাওয়ায় আমরা শোকাহত। জাতীয় রাজনীতিতে বড় ক্ষতি হয়ে গেল। জরুরি অবস্থার সময়

ছয়ের পাতায়

শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউতের উদ্ধৃত বার্তা ব্যানার আকারে ইসলামাবাদের রাস্তার মোড়ে, চাঞ্চল্য

ইসলামাবাদ, ৭ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভারতের রাজনীতি দল শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের উদ্ধৃত বার্তা ব্যানার আকারে পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এই ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

অভিযোগ, ইসলামাবাদের বিভিন্ন এলাকায় এবং রাস্তার মোড়ে ভারতের রাজনৈতিক দল শিবসেনার নেতার তথা দলের মুখপাত্র সঞ্জয় রাউতের একটি বার্তা বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে লাগানো হয়েছে। যদিও পরে পুলিশি তৎপরতায় সেই পোস্টার গুলো সরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় জেলা প্রশাসন এক নোটিশ জারি করে পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, এই পোস্টারগুলো শীঘ্রই সরিয়ে নিতে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই সমস্ত ব্যানার এমন সময় লাগানো হয়েছে, যে সময় ভারত সরকার সংবিধান অনুযায়ী কাশ্মীর থেকে ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারা বাতিল করেছে। এর ফলে কাশ্মীর থেকে বিশেষ মর্যাদার তকমা সমাপ্ত ঘোষণা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এবিষয়ে ভারতের রাজ্যসভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে শিবসেনার নেতা তথা দলের মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত বলেছেন, "আজ জম্মু ও কাশ্মীরে এবং কাল হবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং বালুচিস্থানে। এবং আমার বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী অখন্ড ভারত গঠন করার স্বপ্ন পূরণ করবেন।"

স্থানীয় থানার সেক্রেটেরিয়েট ইনচার্জ ইন্সপেক্টর সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, এ ব্যানার শুধু তাঁর থানা এলাকায় অন্দরে নয়, অন্যান্য এলাকায়ও এই ব্যানার লাগানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই খবর পাওয়া মাত্র পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সেখান থেকে ওই ব্যানার গুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় একটি পাঁচতারা হোটেলের পাশে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে।

সেখান থেকে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে সুবিধা হবে বলে পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন। যে এলাকায় এই পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছিল সেখান থেকে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-র কার্যালয় খুব বেশি দূরে নয়। জানা গিয়েছে, ইসলামাবাদে ১৪৪ ধারা মোতাবেক সরকার বিরোধী এবং ধর্মান্ধতা প্রচার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কোকরাঝাড়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার এনডিএফবি ক্যাডার

কোকরাঝাড় (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর সদর কোকরাঝাড় জেলার পাটগাঁও পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ভুরাগাঁজা এলাকায় উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বোডোল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর এক সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী। ধৃতকে পাটগাঁও ৩ নম্বর ভুরাগাঁজার বাসিন্দা মিলন বসুমতারি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তার হেফাজত থেকে কিছু আগ্নেয়াস্ত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

কোকরাঝাড় জেলা পুলিশের জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে পাটগাঁও ফাঁড়ির অন্তর্গত ভুরাগাঁজা গ্রামের এক জঙ্গলে ভারতীয় সেনার ১২ নম্বর শিখলাই রেজিমেন্টের জওয়ানদের নিয়ে পুলিশ বাহিনী অভিযান চালায়। অভিযানে এনডিএফবি-র ক্যাডার মিলন বসুমতারি ধরা পড়ে।

প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত কর্ণাটক, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩

বেঙ্গালুরু, ৭ আগস্ট (হি.স.): প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কর্ণাটকউ বৃষ্টি সংক্রান্ত কারণে কর্ণাটকে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩উ প্রবল বর্ষণের জেরে ভয়াবহ পরিস্থিতি কর্ণাটকের উত্তর ও উপকূলবর্তী এলাকায়উ পুলিশ সূত্রের খবর, বেলাগাঘিতে বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে একজন মহিলার এবং ধারওয়াড় জেলায় জলের স্রোতে ভেসে যান একজন ব্যক্তিউ পরে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়উ এর আগে মঙ্গলবারই বেলাগাঘিতে দেওয়ালের একাংশ ভেঙে মৃত্যু হয়েছিল একজন ব্যক্তিরউ

প্রশাসন সূত্রের খবর, প্রবল বৃষ্টিপাত ও বিভিন্ন ব্যারেজ ও বাঁধ থেকে জল ছাড়ার কারণে বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বেলাগাভি, বাগালকোটে, বিজয়পুরা, রাইচুর এবং ইয়াদগির জেলায়উ বিপর্যস্ত রেল ও সড়ক পরিষেবাউ ১২ দিন হয়ে গিয়েছে, কর্ণাটকে এখনও বি এস ইয়েদুরাপ্পা সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন হয়নিউ তাই এখনও পর্যন্ত বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যাননি কোনও মন্ত্রীউ জেডিএস-এর পক্ষ থেকে টুইট করা হয়েছে, 'নতুন সরকার গঠনের পর ১২ দিন হল, কর্ণাটকে এখন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেনি বিজেপিউ সরকার নিখোঁজ

সন্ত্রাসবাদ মদতের অভিযোগে পাক আদালত দোষী সাব্যস্ত মুম্বই হামলার মূলচক্রী হাফিজ সইদ

ইসলামাবাদ, ৭ আগস্ট (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অর্থ সাহায্যে দেওয়ার অপরাধে মুম্বই হামলার মূলচক্রী জঙ্গি হাফিজ সইদকে দোষী সাব্যস্ত করল পাক আদালত। বুধবার এই জঙ্গি নেতাকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করল পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরানওয়ালা শহরের একটি আদালত। সূত্রের খবর, জামাত-উদ-দাওয়া প্রধানের বিরুদ্ধে থাকা অন্যন্য মামলাগুলিকে পাকিস্তানের গুজরাটের আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড ছিল লস্করের এই শীর্ষ নেতা। মুম্বই হামলার পরেই তাকে কালো তালিকাভুক্ত করে রাষ্ট্রসংঘ। সেই থেকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে পরিচিত হাফিজ। কিন্তু ২০১৭ সালে আইনজীবী মারফত এই তালিকা থেকে নাম সরিয়ে দেওয়ার আবেদন করে হাফিজ। জঙ্গি নেতার এই আবেদনের বিরুদ্ধে জোরাল সওয়াল করে ভারত। হাফিজের সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণও ভারত জমা দেয় রাষ্ট্রসংঘে। ভারতের পাশাপাশি, আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মতো বড় বড় দেশগুলি হাফিজের এই আবেদনের বিরোধিতা করে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে পাকিস্তান হাফিজের এই আবেদনের বিরোধিতা করেনি। কিন্তু, ভারতের দেওয়া অকাট্য প্রমাণ এবং আন্তর্জাতিক মহলের চাপে হাফিজকে কালো তালিকায় রাখতে সম্মত হয় রাষ্ট্রসংঘ। উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই পাক অধিকৃত পাঞ্জাবের গুজকানওয়ালা থেকে লাহোর যাওয়ার পথে গ্রেফতার করা হয় আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে পরিচিত হাফিজ। তারপর জেল হেফাজতে পাঠানো হয় তাকে। তবে প্রথম দিকে হাফিজ সইদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক মহলের দাবি, প্রথমে গ্রেফতারি ও তারপর দোষী সাব্যস্ত করে কূটনৈতিক চাপের কাছে মাথানত করল পাক সেনা।

এনআরসি-র শুনানিতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে তৃতীয় গাড়ি, হত দুই

ছয়গাঁও (অসম), ৭ আগস্ট (হি.স.) : কামরূপ জেলার অন্তর্গত ছয়গাঁওয়ের গোবর্ধনায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এক নবালিকা-সহ দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের জনৈক সিয়াফতি বেগম এবং নাবালিকা আরজুমা বেগম বলে শনাক্ত করা হয়েছে। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৫ জনের বেশি। আহতদের ছয়গাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের মধ্যে ১৪ জনকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

খবরে প্রকাশ, মঙ্গলবার রাতে ছয়গাঁওয়ের গোবর্ধনা এবং বামুনিগাঁওয়ের মধ্যবর্তী জাতীয় সড়কে বকোগামী একটি আলট্রা বাস অন্য এক গাড়িকে অতিক্রম করতে গিয়েছিল। তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে পড়ে যাত্রীবাহী বাসটি। বাসের যাত্রীরা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র পুনঃনিরীক্ষণের শুনানির জন্য ডাক পেয়ে গোলাঘাট গিয়েছিলেন। তাঁরা বকোর ডেকাচাঙের বাসিন্দা। শুনানি শেষে ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, এনআরসি শুনানিতে গিয়ে এটি তৃতীয় দুর্ঘটনা। এর আগে ৪ আগস্ট রাতে এনআরসি-র পুনঃনিরীক্ষণের শুনানিতে গিয়ে গুয়াহাটির খানাপাড়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল একটি যাত্রীবাহী বাস। আলকতরা বোঝাই একটি ডাম্পারের ধাক্কায় সংঘটিত দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার পাশাপাশি দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছিল। এর পর ৫ আগস্ট রাতেও এনআরসি-র পুনঃনিরীক্ষণের শুনানি শেষে ফেরার পথে টর্যাভেলার মডেলের বাস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। শিবসাগর থেকে ফেরার পথে টর্যাভেলারটি একটি গাছে গিয়ে ধাক্কা মারে। ওই ঘটনায় ২২ জন আহত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা এখনও সংকটজনক বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে ধর্মঘট স্থগিত করল আইএমএ

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স): বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে ধর্মঘট স্থগিত করল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন । আগামীকাল অর্থাত বৃহস্পতিবার জাতীয় মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বিলের প্রতিবাদে দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল আইএমএ ।

আইএমএর সভাপতি তথা রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ শান্তনু সেন বুধবার জানান, দেশজুড়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির জেরেই ধর্মঘট আপাতত স্থগিত রাখা হল । কাশ্মীরের পরিস্থিতি ও বিভিন্ন রাজ্যে বন্যার জেরে ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল ২০১৯-এর প্রতিবাদে গোটা দেশে ধর্মঘটের ডাক দেয় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন । বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গে সব ওপিডি বন্ধ থাকবে বলেও জানায় আইএমএ ।

লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাস হয়ে গিয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল । আইএমএর বক্তব্য, এই বিলের জেরে ডাক্তারদের আর কোনও কিছুর অধিকারই থাকবে না । দেশে ডাক্তারি শিক্ষা এবং পরিষেবার মান নিয়ন্ত্রণ এতদিন মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া করত। এই বিল এমসিআইকে ইতিহাসে পরিণত করতে চলেছে। জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন বিলে, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে মেডিক্যাল শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে নিয়ামক সংস্থা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তুলে দেওয়া হবে। তার জায়গায় গঠিত হয়েছে জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন।

এই বিল আইনে পরিণত হলে, কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও পরামর্শ নিতে বাধ্য থাকবে এই জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন। নরেন্দ্র মোদী সরকারের বক্তব্য, চিকিৎসায় দুর্নীতি মুক্ত করতেই এই বিল । যদিও বিরোধীদের দাবি, চিকিতসা ক্ষেত্রের রাশ নিজেদের হাতে রাখতেই এই বিল এনেছে মোদী সরকার। এমসিআই ছিল মূলত চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত, তাই স্বজনপোষণের অভিযোগ। নতুন কমিশনে যথেষ্ট সংখ্যায় অচিকিৎসক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাঁদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে বলে দাবি আইএমএর । এই বিলে চিকিৎসকদের স্বার্থ দেখা হবে না, রোগীর স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে।

সুষমা স্বরাজের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ ক্রীড়া মহলের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের ক্রীড়ামহলে। শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, অলিম্পিকে রূপো পদক জয়ী শুটার রাজ্যবর্ধন সিং রাঠৌর, প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর, ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধু, সাইনা নেহওয়াল, মহিলা কুস্তিগির ভীনেশ ফোগট, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ। পাশাপাশি শোকপ্রকাশ করেছেন সুরেশ রায়না, মহম্মদ কাইফ, আকাশ চোপড়া।

কিরেন রিজিজু নিজের শোকবার্তায় জানিয়েছেন, মাতৃভূমি ভারতের জন্য নিজের জীবনকে সমর্পিত করেছিলেন সুষমা স্বরাজ। তিনি আমাদের হৃদয় এবং মনে সর্বদা থাকবে। অলিম্পিক পদকজয়ী শুটার তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠৌর ট্যুইট করে জানিয়েছেন, প্রায় ৫০ বছরের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নিজের শক্তি এবং সক্ষমতা দিয়ে তিনি কয়েক শো কোটি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলেন। বিদেশমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর শোকপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা বিজেপির অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন সুষমা স্বরাজ। তাঁর মৃত্যুতে আমি বাকরুদ্ধ। ব্যাডমিন্টন তারকা পি ভি সিন্ধু নিজের ট্যুইটবার্তায় জানিয়েছেন, সুষমা স্বরাজের প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত। সাইনা নেহওয়াল নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

শুটার হীনা সিন্ধু প্রয়াত সুষমা স্বরাজকে মহানেত্রী আখ্যা দিয়ে ট্যুইটারে লিখেছেন, সংবাদপত্রে খবরটি পেয়ে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। তিনি একজন মহান নেতা, অসাধারণ বাগ্মী,দৃঢ় চরিত্রে নারী এবং নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। ভারত তাঁর অভাব অনুভব করবে।

ডাকাতির ছক বানচাল, প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র সহ কুলতলি থেকে গ্রেফতার ছয় ডাকাত

কুলতলি, ৭ আগস্ট (হি. স.) : ডাকাতির আগেই ছয় সদস্যের ডাকাত দলকে গ্রেফতার করল কুলতলি থানার পুলিশ ও বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার অন্তর্গত কৈখালী বাজার এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে সাতটি বন্দুক, বাইশ রাউন্ড গুলি ও দুটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান কৈখালী পর্যটন আবাসে ডাকাতির উদ্দেশ্যেই এই ডাকাত দলটি জড় হয়েছিল।

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট ও বনগাঁ এলাকার এই ছয় সদস্যের ডাকাত দল মঙ্গলবার রাতেই ডাকাতির ছক কষেছিল কৈখালী পর্যটক আবাসে। মঙ্গলবার রাতে সেই খবরই গোপন সূত্রে পেয়ে যায় বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ। খবর পাওয়া মাত্রই কুলতলি থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে কৈখালী বাজারে সাদা পোষাকে হাজির হয় পুলিশ। সেখানে তখন সবে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল খালেক মণ্ডল, মইদুল ইসলাম, নূর হোসেন গাজী, কুতুবউদ্দিন মোল্লা, গোপাল মণ্ডল ও সঞ্জীব চক্রবর্তীরা। ঠিক তখনই বিশাল পুলিশ বাহিনী তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। গ্রেফতার করা হয় তাদের। ধৃতদের কাছ থেকে ছয়টি লং রেঞ্জ একনালা বন্দুক, একটা ওয়ান শাটার পাইপগান, বাইশ রাউন্ড গুলি ও দুটি তাজা বোম ও চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের সকলেরই বয়স কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে। ধৃতদের বুধবার বারুইপুর আদালতে তুলবে পুলিশ। এদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এ বিষয়ে আরও তদন্ত করবে কুলতলি থানার পুলিশ।

মুলতুবি হয়ে গেল রাজ্যসভার অধিবেশন, বিগত ১৭ বছরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দিলেন চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): মুলতুবি হয়ে গেল সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার অধিবেশনঊ নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রত্যাবর্তনের পর এবারের রাজ্যসভার অধিবেশনকে বিগত ১৭ বছরের মধ্যে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' আখ্যা দিয়েছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুঊ মঙ্গলবার রাতে অকালেই প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজঊ রাজ্যসভার অধিবেশনের অন্তিম দিন বুধবার প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং উচ্চকক্ষের সমস্ত সদস্যরাঊ শোকবার্তায় রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, 'তাঁর (সুষমা স্বরাজ) অকস্মাতমৃত্যুতে একজন দক্ষ প্রশাসক, অসাধারণ সাংসদ এবং সত্যিকারের জনদরদী নেত্রীকে হারাল দেশঊ'

এরপরই চেয়ারম্যান বলেছেন, 'রাজ্যসভায় এবার (৩৫ সিটিং) ৩২টি বিল পাশ হয়েছেঊ এবারের অধিবেশন বিগত ১৭ বছরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠঊ' এরপরই মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশনঊ প্রসঙ্গত, এবারের রাজ্যসভার অধিবেশনে তিন তালাক বিল, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ হয়েছে

জাদুঘরের উদ্বোধন

আটের পাতার পর

ও শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে যে সব প্রামাণ্য লেখা পাওয়া যায়, সেই সব লেখায় শ্রীচৈতন্যের যা বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনা অনুযায়ী এই মূর্তি তৈরি করানো হয়েছে।

"বিভিন্ন জায়গায় শ্রীচৈতন্যের পায়ের ছাপ আছে। সেই ছাপের যা দৈর্ঘ্য, সেই অনুপাতে তাঁর দেহসৌষ্ঠব কেমন হতে পারে, সেটা ভেবে নিয়ে মূর্তি তৈরি করা হয়েছে।" সেই মাপ নিয়ে একজোড়া পাদুকাও তৈরি করানো হয়েছে। কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনে আগামী সপ্তাহে চারতলা যে জাদুঘরের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, সেখানে থাকবে তালপাতায় শ্রীচৈতন্যের হস্তাক্ষর। একফালি তালপাতায় লেখা গীতার একটি টিপ্পনী। সংগ্রহশালার অন্যতম সেরা আকর্ষণ হতে চলেছে সেই তালপাতাই।এই প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষাবিদেরা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ওড়িশায় বেলাইন মালগাড়ির তিনটি বগি : ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন, বিপর্যস্ত ট্রেন চলাচল

ভুবনেশ্বর, ৭ আগস্ট (হি.স.): পুনরায় লাইনচ্যুত হল ভারতীয় রেলঊ বুধবার সকালে ওড়িশার রায়গড়া এবং তিতলাগড়ের মাঝে বেলাইন হয়ে গেল মালগাড়ির তিনটি বগিঊ সৌভাগ্যবশত এই রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিস্তীর্ণ অংশের রেললাইনঊ প্রবল বর্ষণ ও বন্যার মতো পরিস্থিতির কারণে ওই শাখায় রেললাইনের খুবই খারাপ অবস্থা, এই অবস্থায় বুধবার সকালে মালগাড়ি যাওয়ার সময় আচমকাই বেলাইন হয়ে যায় তিনটি বগিঊ রেল দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অ্যাক্সিডেন্ট রিলিফ ট্রেনঊ রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকালে রায়গড়া এবং তিতলাগড়ের মাঝে আম্বোডালা রেল স্টেশনের কাছে বেলাইন হয়ে যায় মালগাড়ির তিনটি বগিঊ এই রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ

তবে, মালগাড়ির তিনটি বগি বেলাইন হয়ে যায় রায়গড়া-তিতলাগড় শাখায় ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছেঊ মালগাড়ি বেলাইন ও প্রবল বর্ষণের কারণে রায়গড়া-তিতালগড় শাখার দাইকালু-আম্বোডালা সেকশনে বাতিল করা হয়েছে চারটি ট্রেন এবং পাঁচটি ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে

অকালেই প্রয়াত সুষমা স্বরাজ শোকস্তব্ধ মমতা ও রাহুল গান্ধী-সহ রাজনৈতিক মহল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): দেশের প্রতিটি জনগণকে শোকস্তব্ধ করে অকালেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ।মঙ্গলবার রাতে আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হন সুষমা স্বরাজ। তড়িঘড়ি তাঁকে দিল্লির এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজের অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোকপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও। মঙ্গলবার রাতেই শোকপ্রকাশ করে মমতা জানিয়েছেন, "গভীর শোকাহত, সুষমা স্বরাজজীর অকস্মাৎ প্রয়াণে স্তব্ধ। ১৯৯০ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হলেও, সংসদে বহু সময় একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা। অসাধারণ রাজনীতিক, নেত্রী, ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁকে আমরা চিরকাল মনে রাখব।" শোকপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও, শোকবার্তায় রাহুল জানিয়েছেন, "সুষমা স্বরাজজীর মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকস্তব্ধ, অসাধারণ রাজনৈতিক নেত্রী ছিলেন তিনি, একজন ভালো বক্তা এবং ব্যতিক্রমী সাংসদ ছিলেন। তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।"

রাজনীতিতে ভিন্ন মেরুতে থেকেও সুষমা ও মমতা, দু'জনের সুসম্পর্ক ছিল সুবিদিত। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গে নিহত বিজেপি কর্মীদের পরিবারের সঙ্গে বৈঠকের পরে কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছিলেন বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। সম্প্রতি দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন সুষমা। তিনি কথা বলেন পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে। পরে সুষমা বলেন, "মমতার সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয়। বিরোধী নেত্রী থাকার সময়ে মমতা একবার আমাকে বলেছিলেন, তৃণমূলকে ভোট দেওয়ায় তাঁদের সমর্থকদের হাত কেটে নেওয়া হয়েছে। মমতা নিজেও একাধিকবার হিংসার শিকার হয়েছেন। সেই মমতা ক্ষমতায় এসে এ ভাবে বদলে যেতে পারেন, ভাবতে পারছি না।" জীবনাবসানের আগে সর্বশেষ মমতার উদ্দেশ্যে এই বার্তায় দিয়েছিলেন সুষমা স্বরাজ।

বিদায় সুষমা স্বরাজ : শোকস্তব্ধ বর্তমান ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, স্তব্ধ উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): চিরঘুমে শায়িত হলেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। জনপ্রিয় ছিলেন বহুকাল আগে থেকেই, কিন্তু প্রথম নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সুষমা। প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশের বর্তমান ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। স্তব্ধ উপ-রাষ্ট্রপতিও। সুষমা স্বরাজের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের বার্তা, "সুষমা স্বরাজের মৃত্যুর দুঃসংবাদ শুনে দুঃখিত। প্রিয় নেত্রীকে হারালেন দেশবাসী। দেশের জনগণের স্বার্থে কাজ করার জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।" সুষমার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বার্তা, "সুবক্তা, অসাধারণ নেত্রী এবং বিচক্ষণ সাংসদ সুষমা স্বরাজের প্রয়াণে স্তব্ধ। তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"

সুষমার অকস্মাৎ প্রয়াণে স্তব্ধ উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। শোকবার্তায় উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, "সুষমা স্বরাজের অকস্মাৎ প্রয়াণে স্তব্ধ। তাঁর মৃত্যু দেশবাসী এবং আমার নিজের কাছে বিরাট বড় ক্ষতি।" সুষমার রাজনৈতিক জীবন শুরু এবিভিপি-র সদস্য হিসেবে। জরুরি অবস্থার পরে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। ১৯৭৭ সালে দেবীলালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপি হরিয়ানায় ক্ষমতা দখল করলে ২৭ বছর বয়সে শিক্ষামন্ত্রী হন সুষমা। ১৯৯০ সালে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে জাতীয় রাজনীতিতে আসেন। ১৯৯৮ সালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির ঘটনায় সরকার পড়ে যাওয়ায় জাতীয় রাজনীতিতে ফিরে যান তিনি। বাজপেয়ী সরকারে প্রথমে তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রক এবং পরে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব পান। ২০০৯-১৪ সাল পর্যন্ত লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে বিজেপির প্রধান মুখ ছিলেন তিনি। দলে লালকৃষ্ণ আডবাণীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ

আটের পাতার পর

৪টা পর্যন্ত) পর্ষদ অফিস থেকে সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার মার্কশিট ও সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য ত্রিপুরা পর্ষদের সচিব এক বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

দাঁতালের দল

তিনের পাতার পর

কিন্তু একটি বা দুটি হাতি এলে বনদফতরের লোকজন হাতি তাড়াতে আসেনা। বাসিন্দাদের দাবি জঙ্গলে হাতি আছে, থাবে কিন্তু বনদফতরকে সতর্ক থাকতে হবে। যাতে হাতি গুলি গ্রামের দিকে না আসে তার জন্য নজর রাখতে হবে বনকর্মীদের। এবিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসব রাজ হোলচ্চি বলেন, 'ঘৃতখাম এলাকায় একটি রেসিডেন্সিয়াল হাতি রয়েছে। বনকর্মীরা হাতিটির উপর নজর রেখেছে। যে সমস্ত কৃষকের ফসল নষ্ট করেছে তারা সরকারি নিয়ম অনুয়ায়ী ক্ষতিপূরন পাবে। হাতিটি অন্যত্রে তাড়ানোর ব্যবস্থা করছে বনকর্মীরা।

অমিত শাহ

পাচের পাতার পর

উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল তাঁর। অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে দক্ষ প্রশাসক হিসেবে কাজ করে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় রাজনীতিতে শূন্যস্থান তৈরি করেছে। ভগবান তাঁর পরিবারকে শক্তি দিক।

উল্লেখ করা মঙ্গলবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৬৭ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। বুধবার দিল্লিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় তাঁর।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত দূত ছিলেন সুষমা স্বরাজ : ওমপ্রকাশ বিড়লা

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.): প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন লোকসভার বর্তমান অধ্যক্ষ ওমপ্রকাশ বিড়লা। সুষমা স্বরাজকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত দূত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। এদিন লোকসভার অধ্যক্ষ ওমপ্রকাশ বিড়লা জানিয়েছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির দূত ছিলেন সুষমা স্বরাজ। দক্ষ প্রশাসক হওয়ার পাশাপাশি সংবেদনশীল নেত্রী ছিলেন। গোটা দেশ তাঁর প্রয়াণে শোকাহত। তিনি সবার সমস্যার কথা বুঝতেন এবং সমাধান করতেন। তাঁর পরিবারের পাশে রয়েছি।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান নেত্রী প্রয়াণে আমি শোকাহত। কঠিন সময় ভগবান তাঁর পরিবারের সহায় হোক। উল্লেখ করা যেতে পারে, মাত্র ৬৭ বছর বয়সে মঙ্গলবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন সুষমা স্বরাজ।

পরিশ্রমী জনসেবিকা ছিলেন সুষমা, স্মৃতিচারণায় যোগী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : রাজনীতিতে অসামান্য অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সুষমা স্বরাজ। বুধবার রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয়ে প্রয়াত নেত্রীর নশ্বরদেহকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসে এমনই জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের বর্ণময় জীবনের স্মৃতিচারণার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, সুষমা স্বরাজ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। চার দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অসামান্য অবদানের উন্নতমানে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিশ্রমী জনসেবিকা ছিলেন সুষমা স্বরাজ। ২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত যখন তিনি বিদেশমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর মৃত্যুতে গোটা দেশ গভীর ভাবে শোকাহত। নিষ্ঠা এবং সততার সঙ্গে তিনি তাঁর কাজ করে গিয়েছেন। যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজের দলকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁর। পরিবার এবং দলের সদস্যদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণা ছিলেন।

এর আগে নিজের ট্যুইটবার্তায় যোগী আদিত্যনাথ লিখেছেন, মানবিকতার সঙ্গে রাজনীতির সৎ মেলবন্ধন ঘটিয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে সমাজ এবং দেশে শূন্যস্থান তৈরি করেছে। যা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। সমাজকর্মী, প্রাজ্ঞ বক্তা, দক্ষ প্রশাসক হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মঙ্গলবার রাতে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। মঙ্গলবার সন্ধে ৭.২৩ মিনিটে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছিলেন সুষমা, টুইটারে লিখেছিলেন "এই দিনটা দেখার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

সুষমাকে ভীষণ মিস করব, প্রবীণ বিজেপি নেত্রীর প্রয়াণে স্তব্ধ লালকৃষ্ণ আডবাণী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালেই চলে গেলেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজঊ মঙ্গলবার রাতে আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হন সুষমা স্বরাজঊ রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ তড়িঘড়ি তাঁকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ ভর্তি করা হয়ঊ কিন্তু, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নিঊ মঙ্গলবার রাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন 'জননেত্রী' সুষমা স্বরাজঊ লৌহপুরুষ হিসেবে পরিচিত বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন সুষমা স্বরাজঊ ৬৭ বছর বয়সে প্রয়াত সুষমার প্রয়াণে স্তব্ধ লালকৃষ্ণ আডবাণীঊ প্রবীণ বিজেপি নেত্রীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে লালকৃষ্ণ আডবাণীর বার্তা, 'অসাধারণ নেত্রীকে হারাল দেশঊ ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে, অপূরণীয় ক্ষতিঊ সুষমাজীর উপস্থিতি আমি ভীষণ মিস করবঊ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

আপনাকে ভীষণ মিস করব' সুষমা-বিদায়ে বিষণ্ণ নেটিজেন

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): শেষবারের জন্য যখন নিজের দফতর থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, আর তা দেখে কার্যত শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন নেটিজেনরা। এবার পৃথিবী থেকেই চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন। তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। প্রিয় নেত্রীকে চিরকালের জন্য না পাওয়ার যন্ত্রণা নেটিজেনদের বিঁধছে প্রতি মুহূর্তেই। প্রথম মোদী সরকারের বিদেশমন্ত্রী হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ভারতীয়দের কাছে হয়ে উঠেছিলেন নয়নের মণি। তাই সুষমার প্রয়াণে বিষন্ন নেটিজেনরা লিখেছেন, "আপনাকে ভীষণ মিস করব।"

মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে সাবলীল, স্বচ্ছন্দ সুষমাই কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্ষরিক অর্থে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন আমজনতার দরবারে। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে টুইট করতে দ্বিধা করতেন না তিনি। সুষমা বিদেশমন্ত্রী থাকাকালীন যখনই বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে কোনও ভারতীয় টুইট করেছেন, আলোর গতিতে তার জবাব দিয়েছেন সুষমা। নেটিজেনরা তাই এখন নিজেদের কার্যত অনাথ মনে করছেন। ২০১৪-র ২৬ মে প্রথম নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন সুষমা। তার পর বিদেশমন্ত্রী থাকাকালীন নেটিজেনদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

সম্প্রতি সংসদে তিন তালাক বিল পাশ হওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দনও জানান সুষমা। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খর্ব করার সিদ্ধান্তেও সমর্থন ছিল তাঁর। মৃত্যুর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেও তা নিয়ে টুইট করেন তিনি। কাশ্মীর নিয়ে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। সুষমার পর বিদেশমন্ত্রকের দায়িত্ব হাতে পেয়েছেন এস জয়শঙ্কর। তিনিও সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। কিন্তু, প্রিয় নেত্রীকে ভুলতে পারছেন না কেউই।

দিল্লির এইমস হাসপাতাল থেকে মঙ্গলবার রাতেই বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মরদেহঊ বুধবার সকালে সুষমার বাসভবনে গিয়ে শেষশ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সমাজবাদী পার্টির নেতা রামগোপাল যাদব, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব প্রমুখঊ এদিন সকালে সুষমা স্বরাজের বাসভবনে গিয়ে শেষশ্রদ্ধা জানানোর সময়, প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রীর মেয়ে বাঁসুরির সামনে গিয়ে শোকে ভেঙে পড়েন আডবাণীঊ কেঁদে ফেলে সপা নেতা রামগোপাল যাদবও।

ইটবোঝাই

● **প্রথম পাতার পর**

হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এইদিকে রঞ্জিত দাসের মৃত্যুতে শোঁকের ছায়া নেমে এসেছে কুচাই নালা এলাকায়।

লাইনে

● **প্রথম পাতার পর**

লাইনের কর্মীরা। খবর যায় পুলিসে। পুলিস এসে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়।

ব্যস্ত সময়ে শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল কাবুলের পশ্চিমাংশ জখম কমপক্ষে ৩৫ জন

কাবুল, ৭ আগস্ট (হি.স.): ফের সন্ত্রাসবাদী হামলা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলেঊ কাবুলের পশ্চিমাংশে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে আহত হলেন কমপক্ষে ৩৫ জনঊ বুধবার সকালে কাবুলের পশ্চিমাংশে পিডি ৬ (পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট ৬) এলাকায় গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ হয়ঊ সকালের ব্যস্ত সময়ে ওই এলাকায় প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেনঊ জোরালো বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত ৩৫ জনের জখম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছেঊ আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাবুলের পশ্চিমাংশে গোলেই দাওয়া খানা এলাকায় পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট ৬ হেডকোয়ার্টারকে টার্গেট করে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়ঊ

আগরতলা শহরে কিছু রুটে যান চলাচলে বিধিনিষেধ

আগরতলা, ৭ আগস্ট : রাজধানী আগরতলা শহরের দুটি রোডে যানবাহন চলাচলে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ট্রাফিক দপ্তর। ট্রাফিক পুলিশের এসপি বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নির্দেশ মোতাবেক রিক্সা সহ সমস্ত যানবাহন সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে ১১টা পর্যন্ত শহরের কর্ণেল চৌমুহনী থেকে উত্তর গেইট পর্যন্ত রাস্তাকে এবং বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত উত্তর গেইট থেকে কর্ণেল চৌমুহনী পর্যন্ত রাস্তাকে একমুখী রাস্তা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। অতএব ৯টা ৩০ মিনিট থেকে ১১টা পর্যন্ত সময়ে রাধানগর মোটরস্ট্যান্ডের দিক হইতে আগত সমস্ত প্রকার যান কেবলমাত্র বাঁ দিকের বোধজং চৌমুহনী গামী রাস্তাটি অনুসরণ করবে।

সেই সঙ্গে এও অবগত করা হচ্ছে যে আগরতলা টাউন হল থেকে লক্ষ্মীনারাণবাড়ী (শেরোয়ালী স্যুইটস এর সম্মুখ) মুখী রাস্তাকে সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত একমুখী রাস্তা গণ্য করা হবে। অর্থাৎ উক্ত সময়ে কোন প্রকার যানবাহন উত্তর গেট এর দিক থেকে লক্ষ্মীণারায়ণ বাড়ীর দিকে আসতে পারবে না।

ট্রাফিক পুলিশ আগামী ১৬ আগষ্ট থেকে ৩১ আগষ্ট ২০১৯ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে এই আদেশ বলবৎ করবে এবং এমর্মে সর্ব সাধারণের সহযোগিতা চাইছে ট্রাফিক বিভাগ।

জেল

● **প্রথম পাতার পর**

সময়ে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর ঐ গৃহবধূ অভিযুক্ত চন্দন দাসের বিরুদ্ধে বিলোনিয়া মহিলা থানায় মামলা করেন। যার কেইস নম্বর ৩০/২০১৮, আন্ডার সেকশন ৩৫৪(সি) এবং ২৯২ আইপিসি। দীর্ঘ শুনানির পর অভিযুক্ত চন্দন দাসকে আদালত ৩ বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা আর ২৯২ ধারায় ১ বছরের জেল ও ১ হাজার টাকা জরিমানা ঘোষণা করে।

দিল্লী

● **প্রথম পাতার পর**

নয়াদিল্লি থেকে পাক রাষ্ট্রদূতকেও ডেকে পাঠিয়েছে ইসলামাবাদ। পাশাপাশি, পাক সংসদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর উত্তেজক ভাষণে আরও একবার পাওয়া গেল সম্ভাব্য যুদ্ধের ইঙ্গিত।

বুধবার ইসলামাবাদে পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকে ভারতের সঙ্গে সমস্ত রকম কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা উচ্ছেদ করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খারিজ এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর সম্পর্কে সংসদে ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভাষণের জেরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বে

● **প্রথম পাতার পর**

আসতে পারবেন। টার্মিনাল ভবনেই ইমিগ্রেশন শেষ করে বোর্ডিং পাস নিয়ে বিমানে চড়তে পারবেন তাঁরা। এতে বাংলাদেশবাসীর সুবিধা হবে। এখন যদি তারা বিমানবন্দরের রানওয়ে বাড়ানোর জন্য জমি দেয় তবে বাংলাদেশও বিমান পরিষেবার সুযোগ নিতে পারবে।

বর্তমানে আগরতলা বিমানবন্দরকে আধুনিকীকরণ করতে আন্তর্জাতিক মানের টার্মিনাল ভবনের কাজ চলছে। আগামী ২০২০ সালের জানুয়ারি এটি চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ চলছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আগরতলা বিমানবন্দরের সীমানা দেওয়াল থেকে মাত্র ৫০ মিটারের মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া। এখন দেখার, বাংলাদেশ ভারত সরকারের প্রস্তাবে রাজি হয় কি না।

স্বরাজের

● **প্রথম পাতার পর**

সমবেদনা জানাতে পর পর দুটি ট্যুইট করেন। প্রথম ট্যুইটে লিখেছেন, অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বিষাদময়! নম্র হৃদয়ের ব্যক্তিত্ব, বাগ্মী তথা ভারতবর্ষের রাজনীতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নেত্রী সুসমা স্বরাজজি আজ আমাদের মধ্যে আর নেই। তাঁর পরিবার এবং অনুগামীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানিয়ে প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করছি। ওঁ শান্তি।

পরে আরও একটি ট্যুইটে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, আমার প্রিয় বড় বোন সুষমা স্বরাজজি আকস্মিক পরলোক গমনে আমি গভীর শোকাহত। জাতি আজ তার এক মহান নেত্রীকে হারালো, যিনি ভারতের জনগণের অগ্রগতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ওঁ শান্তি।

এদিকে এ-মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন ত্রিপুরা পশ্চিম আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। টিলিফোনে তিনি জানান, আজ সকালে সশরীরে গিয়ে তিনি প্রয়াত সুষমা স্বরাজের নশ্বর দেহে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। দেশ এক মহান নেত্রীকে হারিয়েছে, তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছেন সাংসদ। বলেন, সুষমাজির মৃত্যু দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

রহস্য

● **প্রথম পাতার পর**

বেড়ে যায় নয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর। কারন অর্থ ও ক্ষমতালোভী সুকান্ত বিশ্বাস নয়া সরকারের নেতা মন্ত্রীদের পছন্দের পাত্র হয়ে উঠার জন্য কোন ত্রুটি রাখেন নি। কিন্তু কথায় আছে রাখে হরি মারে কে। গুণধর সুকান্ত বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তাই হল। আগরতলা শহরে থেকে ছড়ি ঘুরিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই ছড়ি হয়ে যান।

আগরতলা শহর থেকে বদলি হতে হয় ধর্মনগরে। কিন্তু ধর্মনগরে থেকেও গুণধর ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাস আগরতলায় নিজের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকেন। কালক্রমে গুণধর সুকান্ত কোটি পতি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে বলে খবর। আরও খবর এই গুণধর ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাস নেশারকারবারের সাথে জরিয়ে গিয়েছিল। আর সেই নেশারকারবারের আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বুকে বেসরকারি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে হত্যার চেষ্টার সাথে জরিয়ে যায় গুণধর সুকান্ত। যদিও বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। তবে গুণধর ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাসের কর্মকাণ্ড রাজ্যের ট্রাফিক পুলিশের নাম কালিমালিপ্ত করেছে তা বলাই বাহুল্য। তবে যতটুকু খবর একাংশ পুলিশ কর্মী সুকান্ত বিশ্বাসকে বাঁচানোর জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বুধবার ধৃত সুকান্ত বিশ্বাস ও সুমিত বনিককে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তবে পুলিশ এখনো তদন্ত জারি রেখেছে। এই ঘটনায় আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হতে পারে বলে খবর।

খেলা

নো বলের সিদ্ধান্ত এবার আর নিতে পারবেনা মাঠের আম্পায়ার

আম্পায়ারের একটি ভুল সিদ্ধান্ত খেলার মোড় যে ঘুরিয়ে দিতে পারে তার সব চেয়ে বড় উদাহরণ এবারের বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ। তাই এবার মাঠের আম্পায়ার নয় নো বলের সিদ্ধান্তর জন্য আইসিসি ভরসা করতে পারে টিভি আম্পায়ারকে। এক সাক্ষাতারে আইসিসি-র জেনারেল ম্যানেজার জিওফ অ্যালারডাইস বলেন ”২০১৬ সালে যে পদ্ধতি আনা হয়েছিল তা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তৃতীয় আম্পায়ার বোলারের পায়ের নো বলের দিকে নজর রাখবেন।বোলিং-এর সময় বোলারের পা পড়ার কিছু সেকেন্ডের মধ্যেই ছবি চলে যাবে তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে। তিনি জানাবেন মাঠের আম্পায়ারকে নো বল ছিল কিনা। তিনি কিছু না জানালে বলটিকে নো বল ঘোষণা করা যাবে না”। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা চাইছে ফ্রন্ট ফুট নো বলের সিদ্ধান্ত অনফিল্ড আম্পায়ারদের বদলে টিভি আম্পায়াররা নিক। তবে বিষয়টা আপাতত ট্রায়াল রান হিসেবেই চালাতে চাইছে তারা।

পন্থকেই দেশের ভবিষত বলছেন কোহলি

যত দিন যাচ্ছে, ঋষভ পন্থ প্রমাণ করছেন যে তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রকৃত উত্তরসূরী হয়ে উঠছেন। মঙ্গলবার গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজের শেষ ও তৃতীয় টি-২০ মাচে সাত উইকেটে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করেছে ভারত। বিরাট কোহলি (৪৫ বলে ৫৯) এবং ঋষভ পন্থ (৪১ বলে অপরাজিত ৫৯) ভারতকে অনায়াসে জয় উপহার দেন।আর এই মাচেই পন্থ টপকে গেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ধোনিই ছিলেন দেশের জার্সিতে সবচেয়ে বেশি রান করা উইকেটকিপার। ২০১৭-তে মাহি ইংলান্ডের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে ৫৬ রান করেছিলেন। ধোনিকে টপকে এখন পন্থ বসলেন সিংহাসনে।ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৪৭ রান তাড়া করতে নেমে ২৭ রানেই ভারতের দুই ওপেনার ফিরে যান। শিখর ধাওয়ান (৫ বলে ৩) ও লোকেশ রাহুল (১৮ বলে ২০) আউট হয়ে যান।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মান পেলেন হিমা দাস

২০১৮-র এশিয়ান গেমসে দুটি সোনা ও একটি রূপো। চলতি বছরে ১৯ দিনে বিভিন্ন দেশে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় পরপর পাঁচটি সোনা। তবে কী অলিম্পিকেও ভারতের মুখ সোনালী করবেন তিনি? আসামের অ্যাথলিট হিমা দাসকে সেই স্বপ্নই দেখতে শুরু করেছেন দেশের মানুষ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর, ধিন এক্সপ্রেসের গুনের প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেননি কেউই। এত অল্প বয়সে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা ও প্রত্যাশার পাহাড়ে বসে থাকা এই ভারতীয় অ্যাথলিট নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জেরও। দেশের হয়ে হিমার কৃতীত্বকে সম্মান জানাতে তাঁকে ইউনিসেফের ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর বাছা হয়েছে।রাষ্ট্রপুঞ্জের দেওয়া এই সম্মানে আপ্লুত হয়েছেন হিমা দাস। বলেছেন, দেশের পিছিয়ে পড়া শিশুরা যাতে তাঁর মতোই নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে, সে লক্ষ্যে তিনি আগামী দিনে কাজ করে যাবেন। সেই পথে রাষ্ট্রপুঞ্জকে পাশে পেয়ে তিনি খুশি বলেও জানিয়েছেন ১৯ বছরের ভারতীয় অ্যাথলিট।

হেনেসকে টপকে যাওয়ার সুযোগ বিরাটের সামনে

একগুচ্ছ রেকর্ড ভাঙার মুখে বিরাট কোহলি। ইতিমধ্যেই তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজে ক্যারিবিয়ানদের হোয়াইটওয়াশ করেছে ভারত। ৮ আগস্ট থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। ইতিমধ্যেই ভারত—ওয়েস্ট ইন্ডিজ একদিনের সিরিজে সর্বাধিক রানের মালিক বিরাট। ৩৩ ম্যাচে বিরাটের সংগ্রহ ১৯১২ রান। গড় ৭০.৮১। ভারত—ওয়েস্ট ইন্ডিজ একদিনের সিরিজে সর্বাধিক সাতটি শতরানের রেকর্ডও রয়েছে বিরাটের দখলে। শচীন তেন্ডুলকার ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে৩৯ ম্যাচে করেছিলেন ১৫৭৩ রান। আর ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ডেসমন্ড হেনেসের ভারতের বিরুদ্ধে ৩৬ ম্যাচে রয়েছে ১৩৫৭ রান। অর্থাৎ শীর্ষে বিরাট। আসন্ন একদিনের সিরিজে রামনরেশ সারওয়ানের রেকর্ড ভাঙার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে দু'দেশের একদিনের সিরিজে সর্বাধিক রান করেছেন সারওয়ান। ১৭ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৭০০ রান। কোহলি ১২ ম্যাচে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন ৫৫৬ রান। সারওয়ানের চেয়ে ১৪৪ রান পিছিয়ে কোহলি। তিনি পাবেন তিনটি ম্যাচ। টপকে যেতেই পারেন সারওয়ানকে। তবে গেলের রয়েছে ৫১২ রান। তিনি যদি ব্যাট হাতে বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারেন। তাহলে টপকে যেতে পারেন বিরাট ও সারওয়ানকে। ডেসমন্ড হেনেসকে টপকে যাওয়ার সুযোগও রয়েছে বিরাটের সামনে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে দু'দেশের একদিনের সিরিজে সর্বাধিক শতরান রয়েছে যুগ্মভাবে হেনেস ও কোহলির দখলে। দু'জনেই করেছেন দুটি করে শতরান। তাই আর একটি শতরান করলেই কিংবদন্তি হেনেসকে টপকে যাবেন বিরাট।

বিসিসিআই-কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন সৌরভ

ভারতীয় ক্রিকেটে এখন নতুন ফ্যাশন, স্বার্থের সংঘাত, খবরে টিকে থাকার সবচেয়ে ভাল উপায়, ঈশ্বর ভারতীয় ক্রিকেটকে রক্ষা করুন, বিসিসিআই এথিক্স আধিকারিকের কাছ থেকে স্বার্থের সংঘাতের নোটিস পেলেন দ্রাবিড়। ট্যুইট করে এই ভাষাতেই বিসিসিআই-কে আক্রমণ করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এর আগে একই সমস্যার শিকার হয়েছিলেন তিনি। তাই এবার সতীর্থকে চিঠি ধরানোয় পুরনো রাগ উগরে দিলেন সৌরভ।বিসিসিআইয়ের ওমবুডজমান কাম এথিক্স কমিটির আধিকারিক প্রাক্তন বিচারপতি ডিকে জৈন দ্রাবিড়কে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক আজীবন সদস্য সঞ্জীব গুপ্তার অভিযোগক্রমে চিঠি পাঠান ডিকে জৈন। অভিযোগপত্রে সঞ্জীব গুপ্তা জানিয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড় একাধারে ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি-র প্রধান। আবার তিনি ইন্ডিয়া সিমেন্টের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। সেই ইন্ডিয়া সিমেন্ট যারা চেন্নাই সুপার কিংসের মালিক। এভাবে ২টি সংস্থায় একসঙ্গে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সঞ্জীব গুপ্তা দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী সঞ্জীব গুপ্তা আগেও ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। যে তালিকায় রয়েছেন শচীন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভিভিএস লক্ষ্মণ। এভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তী ক্রিকেটারদের স্বার্থের সংঘাতের চিঠি পাঠানো উচিত নয় বলে দাবি করেছেন হরভজন সিংও। তিনিও ট্যুইট করে বিসিসিআই-এর এই আচরণের বিরোধিতা করেন। এদিকে যা খবর তাতে দ্রাবিড় হয়তো ইন্ডিয়া সিমেন্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন।

তুমি আমাদের মেয়ে সুষমার সেই ট্যুইটের কথা মনে করালেন বীনেশ

সুষমা স্বরাজের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রীর অসময়ে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না রাজনীতিবিদ, অভিনেতা, ক্রীড়াবিদরা। ”সুপার মম”-এর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের মহিলা কুস্তিগির বীনেশ ফোগত। সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে আবেগপ্রবণ হয়ে ফোগত ট্যুইট করেন ””যখন আমাকে সবাই দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন, আপনিই আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।””ফোগতের

সঙ্গে সুষমা স্বরাজের পরিচিতি বহুদিনের। ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিক্সের কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের সুন ইউনানের সঙ্গে লড়াইয়ে মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন বীনেশ। তাঁর কেরিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারত। সেই সময়ে ফোগত ব্যথিত হৃদয়ে ট্যুইট করে লিখেছিলেন, ””আমি মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে ভাল অবস্থায় নেই।””বীনেশের সেই ট্যুইট চোখ এড়িয়ে যায় দেশবাসীর। দেশ তখন সাক্ষী মালিককে নিয়ে উতসবে ব্যস্ত। কুস্তির ম্যাট থেকে দেশকে রুপো এনে দেন সাক্ষী। বীনেশকে সবাই ভুলে যান। বীনেশের ট্যুইটের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন সুষমা। বীনেশের উদ্দেশে সুষমা স্বরাজ তখন ট্যুইট করেন, ””বীনেশতুমি আমাদের মেয়ে। চিন্তা কোরো না। কিছুদরকার হলে অবশ্যই জানাবে।ভারতীয় দল তোমার পরিবার।””স্মৃতির সরণী ধরে হেঁটে সুষমার উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বীনেশ বলছেন, ””আমি সেদিনটার কথা ভুলতে পারব না। সেই কণ্ঠস্বরও ভোলা সম্ভব নয়। আমাকে আশ্বস্ত করে আপনি বলেছিলেন, তুমি আমাদের মেয়ে। আমার দেখভাল করা হবে বলে আশ্বাসও দিয়েছিলেন।”” খুব কঠিন সময়ে সুষমার কথাগুলো অনুপ্রাণিত করেছিল বীনেশকে।সুষমা স্বরাজের প্রয়াণেবীনেশের হৃদয়ে যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে, তা কোনওদিন পূরণ করা সম্ভব নয়।জানিয়েছেন বীনেশ। শুধু বীনেশ ফোগতই নন, সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে গোটা ক্রীড়াজগতেই নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বিদেশমন্ত্রী থাকাকালীন দেশেবিদেশে থাকা বহু ভারতীয়কে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন সুষমা। বিদেশের মাটিতে খেলতে যাওয়া ক্রীড়াবিদদের কাছে তিনি ছিলেন অভিভাবকের মতো। শোকপ্রকাশ করে টুইট করেছেন বিরাট কোহালি, সচিন তেন্ডুলকর, সুরেশ রায়না,

বিয়েতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের আমন্ত্রণ জানাবেন পাক পেসার

গুজরানওয়ালা: সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া টিংয়ে আরও এক ভারতীয় মহিলার পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে বিয়ের সিদ্ধান্ত আগেই ঘোষিত হয়েছে। হরিয়ানার মেয়ে শামিয়া আরজুর সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে স্বীকার করে নিয়েছেন হাসান আলির। তাঁদের বিয়েতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নেমন্তণ করার কথা সোমবার জানিয়ে দেন পাক পেসারসানিয়া-শোয়েবের পর শামিয়া-হাসান। ১০ বছর পর ফের ভারতীয় মহিলাকে জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়ার নিলেন আরও এক পাক ক্রিকেটার। অর্থাত জাহির আব্বাস, মহসীন খান এবং শোয়েব মালিকের পরে ভারতের জামাই হতে চলেছেন হাসান আলি।

২০ অগস্ট দুবাইয়ের অ্যাটলান্টিস পালাম হোটেল হাসান-শামিয়ার বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।বিয়েতে ভারতীয় ক্রিকেটারদেরও আমন্ত্রণ জানাবেন হাসান। একটি উর্দু পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাতকারে ডানহাতি এই পাক পেসার জানান, ”আমার বিয়েতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের আমন্ত্রণ জানাব। পেশাগত দিক থেকে আমরা সবাই ক্রিকেটার। ক্রিকেটের মাধ্যমেই আমাদের পরিচয়। দুবাইয়ে আমার বিয়েতে ভারতীয় ক্রিকেটাররা উপস্থিত হলে, ভীষণ খুশি হব। মাঠের ভিতরেই আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী, মাঠের বাইরে নয়।”ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে সদ্যসমাপ্ত ২০১৯ বিশ্বকাপ খেলেন বছর পঁচিশের এই ডানহাতি পেসার। বিশ্বকাপের পরেই ভারতীয় মহিলার সঙ্গে হাসানের বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসে। প্রথমে তা গুঞ্জন বলে উড়িয়ে দিলেও পরে তা স্বীকার করে নেন হাসান। শুক্রবার গুজরানওয়ালায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক বৈঠকে হাসান জানিয়েছিলেন, ”আমার পরিবার চেয়েছিল, বিয়ে আগে আমাদের সম্পর্কের কথা যেন কেউ না-জানে। কিন্তু মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের বিয়ের খবর সরকারিভাবে জানানোর সিদ্ধান্ত নিই।”পাক পেসার আলির সঙ্গে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হবেন ভারতের শামিয়া আরজু। হরিয়ানার মেওয়াত জেলায় জন্ম শামিয়ার পড়াশোনা ইংল্যান্ডে। এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী শামিয়া বর্তমান দুবাইয়ে কর্মরত। এমিরেটস এয়াইলাইন্সের ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়র হলেন শামিয়া। এর আগে জেট এয়ারওয়েজে কাজ করেছেন তিনি। বিয়ের পর শামিয়া তাঁর সঙ্গে গুজরানওয়ালার বাড়িতে থাকবেন বলেও জানিয়েছেন হাসান। বিয়েতে তাঁদের পোশাক নিয়ে পাক পেসার পরবেন কালো-লাল রঙের শেরওয়ানি সুট এবং শামিয়া পরবে ভারতীয় ড্রেস।হাসান হলেন চতুর্থ পাকিস্তানি ক্রিকেটার, যিনি ভারতীয় মহিলাকে বিয়ে করতে চলেছেন। এর আগে জাহির আববাস, মহসীন খান এবং শোয়েব মালিক ভারতীয় মহিলার সঙ্গে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। সর্বশেষ এপ্রিল, ২০১০ প্রাক্তন পাক অধিনায়ক শোয়েব মালিককে বিয়ে করেন ভারতী টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা।

কারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে চারে কে? নজরে থাকবেন শ্রেয়াস-নবদীপ

ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফর্মাটে করিবিয়ানদের হোয়াইটওয়াশ করেই ভারতের শুভারম্ভ হয়েছে। টোয়েন্টি-টোয়েন্টির পালা সাঙ্গ হয়েছে। এবার পঞ্চাশ ওভারের সংস্করণে বিশ্বের দু”নম্বর টিম নামছে নয়ে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিলান্ডের কাছে হেরেই দেশে ফিরেছিল বিরাট কোহলি অ্যান্ড কোং। বিশ্বকাপের পর ফের একবার ওয়ান-ডে খেলবেন বিরাট রোহিতরা।আগামিকাল গায়ানাতে প্রথম ওয়ান-ডে মাচে মুখোমুখি দুই দল। কোহলির মুখোমুখি জেসন হোল্ডাররা। প্রায় শেষ একবছরেও বেশি সময় ধরে ভারতকে ভোগাচ্ছে একটাই ইস্যু। টপ অর্ডার ফিরে যাওয়ার পর চারে কে বাট করবে? বিশ্বকাপেও এর কোনও উত্তর পায়নি টিম ইন্ডিয়া। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে ডুবতে হয়েছে সঞ্জয় বাঙ্গারের মেন্টরশিপে থাকা ভারতের বাটিং ইউনিট। বিশ্বকাপে শিখর ধাওয়ান চোটের জন ছিটকে যাওয়ায় লোকেশ রাহুল ওপেন করেছিলেন রোহিত শর্মার সঙ্গে।

ধাওয়ান চোট সারিয়ে ফিরে এসেছেন দলে। স্বাভাবিক ভাবেই হিটমান-গব্বরের ওপেনিং জুটিকেই খেলাবেন রবি শাস্ত্রী। সেক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে চারে চলে আসবেন রাহুল।সদসমাপ্ত টি-২০ সিরিজে মণীশ পাণ্ডে ও শ্রেয়স আয়ারকে দলে রেখেছিলেন নির্বাচকরা। মণীশ তিন মাচেই সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু ছাপ রাখতে পারেননি। করেছেন মাত্র ২৭ রান। অনদিকে ব্রাতই থেকে গিয়েছেন শ্রেয়াস। মনে করা হচ্ছে আগামিকাল শ্রেয়স একটা সুযোগ পেতে পারেন। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেই গত মাসে ভারতের এ টিমের হয়ে ফুল ফুটিয়েছেন তিনি। অলরাউন্ডারের জায়গা নিয়ে লড়াই চলবে কেদার যাদব ও রবীন্দ্র জাদেজার। যদিও জাড্ডুর পাল্লাই ভারি। দেশের স্পিনিং জুটি যুজবেন্দ্র চাহাল এবং কুলদীপ যাদবের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত। ফাস্টবোলিং বিভাগে ভাবা হতে পারে নবদীপ সাইনির কথা। গত সপ্তাহে টি-২০ অভিষেকের পর তিনি ওয়ান-ডে অভিষেকও করতে পারেন।তিনটে ওডিআইয়ের জন্য ভারতের স্কোয়াড: বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, কেএল রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, মণীশ পাণ্ডে, ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, কেদার যাদব, মহম্মদ সামি, ভুবনেশ্বর কুমার, খলিল আহমেদ, নবদীপ সাইনি

RESS NOTICE INVITING e-TENDER No.03/EE/E-CELL/ARDD/2019-20, dated, 03-08-2019

Online percentage rate bids in Single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the 'Governor of Tripura' in PWD FORM-7 (SEVEN) up to 3.00 p.m. on 16/08/2019 the following work :-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time for Completion	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of bidder
1	DNIeT NO : 09/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days	Upto 15.00 Hrs on 16/08/2019	O/o the Director of ARDD at 15.00 Hrs on 19/08/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class/ Category As per NIe-T
2	DNIeT NO : 10/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days				
3	DNIeT NO : 11/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days				
4	DNIeT NO : 12/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days				
5	DNIeT NO : 13/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days				
6	DNIeT NO : 14/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days				
7	DNIeT NO :15/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days				
8	DNIeT NO :16/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days				
9	DNIeT NO : 17/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days				
10	DNIeT NO :18/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days				
11	DNIeT NO : 19/EE/ECELL/ARDD/2019-20	Rs. 6,02,529/	Rs. 6,025/	Rs. 1000/	90 Days				

All details can be seen in the office of the undersigned, NB : This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in & littps://ardd.tripura.gov.in/ at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e- Procurement website www.tripuratenders.gov.in

For details please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in/HYPERLINK "https://ardd.tripura.gov.in/&"& for any query please contact

(For & on behalf he Governor of Tripura)

ICA/C-727/19

(Er. Gautam Reang)
Executive Engineer
E-Cell, ARDD,P.N.Complex
Agartala,West Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. EE-IED/AGT/ 12 /2019-20 DATED 05/08/2019

The **Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala, Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed **percentage rate** tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **20/08/2019** for the following work:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for receipt of application for issue of tender form	Time and date of opening of Tender	Place of sale of tender documents	Class of Tenderer
1	Construction of Pisciculture Knowledge Center (G+1) at Bishramganj Sepahijala District / SH: Providing internal electrification. **DNIT No: EE-IED/AGT/ 19 /2019-20.**	Rs. 4,98,870.00	Rs. 4,989.00	90(Ninety) Days	U pto 15.00 Hrs on 17/08/2019	At 15.30 Hrs on 20/08/2019	Office of the Executive Engineer Internal Electrification Division, Agartala, West Tripura.	Appropriate Class

Details of the PNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour.

ICA/C-720/19

Executive Engineer
Internal Electrification Division
Agartala, Tripura (W)

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- SDO(E)/IE-II/ 2019-20/02 DATED 03.08.2019

Name of Work(s):- 1. Providing petty maintenance of electrical installation at Dukli R.D Block at Dukli, Tripura (W)
DNIT NO:-SDO(E)/ 1E-11/2019-20/02
2. Providing petty maintenance of internal electrification of Dukli Panchayat Samiti Office, Dukli, Tripura (W)
DNIT NO:-SDO(E)/ 1E-11/2019-20/03
Last date for receipt of application for tender form: - **14.08.2019** Last date for issue of tender form: - **16.08.2019** Last date and time for receipt of tender document: **19.08.2019 upto 3:00 pm.** Cost of tender form: - **Rs 500.00 for each work.**
Details of this short NIT can be seen at Internal Electrification Sub-Division No-II, Agartala and Internal Electrification Division, Agartala.

ICA/C-715/19

S.D.O. (E)
I.E. Sub-Division NO-II
Agartala, West Tripura.

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTIFICATION

No.F.10 (1-4)-Rectt./TPSC/2016 **Agartala, Dated 7th August, 2019**

Ref.:- Commission's Advt. No. 04/2016 dated 30.04.2016 and Addendum dated 09/07/2019 for recruitment to Tripura Civil Service Grade-II, Group- A Gazetted under GA (P&T) Department.

It is for information of all concerned that Preliminary Examination for recruitment to Tripura Civil Service, Grade-II under GA (P&T) Department in respect of candidates applied vide addendum dated 09/07/2019 will be held on 23/08/2019.

Provisional Admission Certificate will be uploaded at the Commission's website- www.tpsc.gov.in on 13/08/2019. If there is any difficulty for downloading the same, he/she may contact Commission's Secretariat on and from 19.08.2019 for downloading provisional Admission Certificate.

For Further details please visit- www.tpsc.gov.in.

The Commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

(S. Mog)
Secretary,
Tripura Public Service Commission

TENDER NOTICE

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites sealed Tender from the recognized printing agencies having experience of printing and supplying of Question papers I Text books / Academic materials to **any** Government Organization / Undertaking / Department for confidential **printing** and supply of Question papers for Half-yearly and Annual Examination of classes III to VIII in all the Government and Govt. Aided Schools **under the** Directorate **of Elementary Education, Govt. of Tripura** for the Academic Session 2019-20.

The sealed Tender containing Technical and Financial Bids will be received during 10:00 am to 5:30 pm on all working days from **5th August to 16th August, 2019** as per tender documents.. The detailed Tender schedule, scope of works and terms & conditions of the Tender document may be obtained from the office of the undersigned on all working days upto 16th August, 2019 between 10:00 am to 5:30 pm or may be downloaded from the Tripura Government e-tender portal or from the official website : ***www.scerttripura.org / www.elementaryeducation.tripura.govin/ www.ssatripura.com***

ICA/C-730/19

(Tanusree Debbarma, IAS)
Director,
Elementary Education

CMYK

জাগরণ 8 August, 2019, Thursday আগরতলা ৮ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ২২ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে শেষ শ্রদ্ধা জানান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

বেআইনিভাবে রাখা নির্মাণ সামগ্রির বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। আগরতলা পুর নিগম এলাকার রাস্তা ঘাটের পাশে বেআইনিভাবে নানা নির্মাণ সামগ্রী দিনের পর দিন ফেলে রাখা হচ্ছে। শুধু তাই নয় ব্যাস্ততম এলাকাতেও রাস্তার পাশে বেআইনিভাবে অস্থায়ী দোকানপাট খুলে সমস্যা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ধরনের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে আগরতলা পুর নিগমের টাক্স ফোর্স। তারা প্রাথমিকভাবে এসব বেআইনি কাজে জড়িতদের সতর্ক করে নোটিশ জারি করছে। পরবর্তী পর্যায়ে জরিমানা আদায় এমনকি আইন অমাণ্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগও নিচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা শহর এলাকাকে জঞ্জাল মুক্ত গ্রীন সিটিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। জল নিষ্কাশনী ড্রেনগুলিকে পর্যায়ক্রমে কভার্ড ড্রেইনে পরিণত করা হচ্ছে। জনগনের যাতায়াতের জন্য রাস্তার পাশে ফুটপাত তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল একাংশ পুর নাগরিক সরকারের এই প্রয়াসকে নানাভাবে বিঘ্ন ঘটনোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় দিনের পর দিন রাস্তার পাশে নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখা হচ্ছে। পুর নিগমের নিয়ম অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার বেশি নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার পাশে ফেলে রাখা যাবে না। কিন্তু এই নিয়ম অনেকেই মানছেন না। সে কারণেই পুর নিগমের ট্রাক্স ফোর্স বাহিনী ময়দানে নেমেছে। বুধবারও আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে ট্রাক্স ফোর্স বাহিনী হানা দিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নোটিশ জারি করা হয়েছে। তাতেও যদি নাগরিকদের মধ্যে চৈতন্য না ফেরে তাহলে ট্রাক্স ফোর্স বাহিনী আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে বলে জানানো হয়েছে।

আগরতলা পুর এলাকার সুন্দর্যায়নে পুর নাগরিকরা সচেতন না হলে গ্রীন সিটি তৈরির যে স্বপ্ন সে স্বপ্ন যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থেকে যাবে।

মহারাষ্ট্রের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক ফড়ণবিশের

মুম্বই, ৭ আগস্ট (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জলমগ্ন কোলহাপুর, সাঙ্গলি, রায়গড় এবং পালঘর জেলা। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ।

বুধবারের বৈঠকে পর্যাপ্ত পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিগত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে অবিরাম ধারায় বৃষ্টিপাত হয়। ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সাঙ্গলী জেলার ৫৩ হাজার দুর্গতদের নিরাপত্তা স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কোলহাপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১১৪৩২ দুর্গতদের। রায়গড় থেকে প্রায় তিন হাজার দুর্গতদের উদ্ধার করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে বন্যা থেক দুর্গত উদ্ধার করানোর জন্য মোতায়েন করা হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এছাড়াও উদ্ধার এবং ত্রাণকার্যে নৌবাহিনী, উপকূলরক্ষী বাহিনী, সেনাবাহিনী এবং বায়ুসেনাকে।

এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জলসম্পদ বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে বাঁধ থেকে জল ছাড়া হলে তা রেল কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। বন্যাদুর্গ জায়গায় যে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসকেরা যাতে থাকে সেই বিষয়টিও গুরুত্ব দেন তিনি। শিশুদের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথাও তিনি বলেছেন। পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ রাখারও ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের সমীক্ষা করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

১৩ আগস্ট গৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাদুঘরের উদ্বোধন

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি. স.) : আগামী ১৩ আগস্ট গৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাদুঘরের উদ্বোধনউগবেষক ও ভক্তদের কৌতূহল জাগানোর মতো আরও বহু সামগ্রীই রাখা হবে বলে গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে শ্রীচৈতন্যকে নতুন ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসা হবে।

বিশেষ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন সন্ধ্যায় তিনি বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাদুঘরের উদ্বোধন করবেন। তার আগে মিশনে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। চারতলার এই জাদুঘরের প্রতিটি তলাই ঘুরিয়ে দেখানো হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। মিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাচের দরজা ঠেলে জাদুঘরে ঢুকতেই দেখা মিলবে শ্রীচৈতন্যের একটি প্রমাণ মাপের মূর্তির।

গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ থেকে জাদুঘরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মধুসূদন মহারাজকেউ তিনি বলেন, "যে পাথর দিয়ে এই মূর্তি তৈরি করা হয়েছে, সেই পাথর জয়সলমির থেকে আনা। একটা মাত্র পাথর কেটে এই মূর্তি তৈরি করেছেন জয়পুরের এক শিল্পী।" জাদুঘরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এই সন্ন্যাসী জানিয়েছেন, বিভিন্ন বৈষ্ণব সাহিত্য ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশেষ পুলিশি তৎপরতা, ভিন রাজ্যে পাচার হওয়ার আগেই ক্যানিংয়ে উদ্ধার নিখোঁজ নাবালিকা

ক্যানিং (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ৭ আগস্ট (হি.স.): বিশেষ পুলিশি তৎপরতায় প্রায় ১০ দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হল ক্যানিং থানার পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে ক্যানিং থানার অন্তর্গত গোলাবাড়ি এলাকা থেকে নবম শ্রেণীর ওই নাবালিকা ছাত্রীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত ২৮ জুলাই প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাওয়ার সময় আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই কিশোরী। বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোনও খোঁজ না মেলায় ক্যানিং থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন ওই কিশোরীর পরিবার।

গত কয়েকদিন ধরে ওই কিশোরীর বাড়ি ক্যানিং-এর ধর্মতলা গ্রাম-সহ আশপাশের এলাকায় এ বিষয়ে তদন্ত চালিয়ে একটি মোবাইল নম্বর জোগাড় করতে সক্ষম হয় পুলিশ। সেই মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করতেই সাফল্য আসে। মঙ্গলবার বিকেলে ক্যানিং-এর গোলাবাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ওই কিশোরীকে। পুলিশ সূত্রের খবর, দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলে পাচার করার জন্য ওই নাবালিকাকে অপহরণ করেছিল একজন যুবক। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই ওই কিশোরীকে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

কাটোয়া এবং আম্বিকা কালনা স্টেশনের মধ্যে ট্রেন চলাচল সাময়িক ব্যাহত হবে

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি. স.) : রেল লাইন রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য, ৯ আগস্ট থেকে ২.৯.২০১৯ (সোমবার) পর্যন্ত প্রতি সোম, মঙ্গল, শুক্র ও শনিবার প্রতিদিন ১৫০ মিনিট (বেলা ১১ টা থেকে ২ পর্যন্ত) কাটোয়া এবং আম্বিকা কালনা স্টেশনের মধ্যে ডাউন লাইনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক থাকবে।

ফলে, ওই সময়কালে ৩৭৪৪৬ কাটোয়া থেকে ছাড়া কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল বাতিল করা হবে। এছাড়াও, ৩৭৪৪৯ ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকাল যাবে গুপ্তিপাড়া পর্যন্তউ ফিরতি ট্রেনটি ছাড়বে সেখান থেকেউ ওই সময়কালে ৩৭৪৪৮ কাটোয়া- ব্যান্ডেল লোকাল কাটোয়া ছাড়বে বেলা একটার পরিবর্তে বেলা দুটোয়। পূর্ব রেলের এই বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

সুষমা স্বরাজের প্রয়াণে রাজ্যপালের শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, সুষমা স্বরাজজীর আকস্মিক প্রয়াণের সংবাদ আমাকে হতভম্ব করে দিয়েছে। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এমন মহান নেত্রী ও ব্যক্তি আমাদের মাঝে আর নেই।

সুষমা স্বরাজজীর সাথে দীর্ঘদিন কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। আমার এখনও মনে আছে প্রয়াত শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে যখন তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে সমস্ত রাজ্য সফর করছিলেন তখন আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি তৎক্ষণাৎ ছত্তিশগড়ের জন্য একটি এইমস হাসপাতাল মঞ্জুর করেছিলেন।

সুষমাজীর মৃত্যুতে আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বলে মনে করছি। কারণ তিনি সব সময়ই আমাকে এক বড় বোনের মতো পথ প্রদর্শন করতেন। এটা গোটত্রা দেশের জন্যও একটা বিরাট ক্ষতি। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ভগবান যেন তাঁর আত্মাকে সঠিক স্থানে আশ্রয় দেন এবং শ্রী স্বরাজ কৌশলজী ও তাঁর পরিবারে সদস্যদের এই ক্ষতি সহ্য করার ক্ষমতা প্রদান করেন।

পর্ষদের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার রেজাল্ট আজ আর্থাৎ ৭ আগস্ট ওয়েবসাইট (www.tbse.in) -এ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় প্রধান বা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের ০৮-০৮-২০১৯ তারিখে(সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ছয়ের পাতায় দেখুন

দেড় বছরের শিশুর টিউমারের সফল অপারেশন জিবিতে

আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। জিবি হাসপাতালে দেড় বছরের শিশু টিউমারের সফল অপারেশন করলেন চিকিৎসকরা। এটি এক বিরলতম অপারেশন বলা যেতে পারে। মাত্র দেড় বছর বয়সের শিশুর এ ধরনের অপারেশন ইতিপূর্বে জিবি হাসপাতালে হয়নি। জিবি হাসপাতালে দেড় বছরের শিশু বড় ধরনের টিউমারের সফল অপারেশন করলেন চিকিৎসকরা। জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক বিপ্লব নাথের নেতৃত্বে অন্যান্য চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রায় ৫ ঘণ্টার চেষ্টায় এই সফল অপারেশন করেন। শিশুটির নাম রিয়াং বিশ্বাস, বাবার নাম সুধাংশু বিশ্বাস। শিশুটির বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রী ।

মাত্র দেড় বছর বয়সে শিশুটির মাথায় বড় ধরনের টিউমার দেখা দেয়। শিশুটির মা-বাবা তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ সহ অন্যান্য স্থানেও সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে কোন সুফল মেলেনি। অসহায় মা-বাবার পক্ষে বহির্রাজ্যে নিয়ে উন্নত চিকিৎসা করানোর মত আর্থিক সংস্থান নেই। বিষয়টি রাজ্যের একটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি জহর সাহার দৃষ্টি আকর্ষন হয়। তিনি সংগঠনের খোয়াই জেলা সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করে শিশুটির চিকিৎসার উদ্যোগ নেন।

জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক বিপ্লব নাথ ও অন্যান্যরা শিশুটির চিকিৎসা করাতে সম্মত হন। সে অনুযায়ী জিবি হাসপাতালে শিশুটির সফল অপারেশন সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে শিশুটি জিবি হাসপাতালে শিশু বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এবিষয়ে বলতে গিয়ে কিষান মোর্চার সভাপতি জহর সাহা জিবি হাসপাতালের চিকিৎসকদের এ ধরনের অপারেশনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অপরদিকে চিকিৎসক বিপ্লব নাথ জানান, এ ধরনের অপারেশন করার ক্ষেত্রে জিবি হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক , নার্স সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা দারুণভাবে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন। সে কারণেই এই অপারেশনে সাফল্য এসেছে।

রাজ্যের রোগীদের চিকিৎসার জন্য বহির্রাজ্যে ছুটাছুটি না করে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপর ভরসা করতে আহ্বান জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তারা জানান, শিশুটির যে অপারেশনটি এখানে বিনা পয়সায় করানো সম্ভব হয়েছে তা বহির্রাজ্যের কোন হাসপাতালে করাতে গেলে কম করেও ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হত।

আগরতলায় পালিত জাতীয় হস্ততাঁত দিবস

আগরতলা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : বুধবার ত্রিপুরায় পালিত হয়েছে জাতীয় হস্ততাঁত দিবস। এদিন ত্রিপুরার মূল অনুষ্ঠানটি হয় রাজধানীর প্রজ্ঞাভবনে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, জীবন্ত ঐতিহ্য হল হস্ততাঁত। সেটাকে জীবন্ত রাখা এবং আরও প্রসার ও সুন্দর করার প্রচেষ্টা নিতে হবে এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে। এর মাধ্যমে উপার্জনের সাথে সাথে বিকাশ ঘটাতে হবে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কেবল সামগ্রী তৈরি করলেই চলবে না, তাকে সঠিকভাবে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এই দেশে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষার মানুষ রয়েছেন, তাঁদের নিজস্ব শিল্প রয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে যে পরিমাণে হস্ততাঁত শিল্প রয়েছে তা অন্য কোনও দেশে নেই। এটাকে কাজে লাগাতে আহ্বান জানান উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র রয়েছে। এই বৈচিত্রকে পৃথিবীর কাছে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, ত্রিপুরা খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ভারত সরকারের হস্ততাঁত মন্ত্রকের অন্তর্গত তাঁতি পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে জাতীয় হস্ততাঁত দিবস। এতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁতশিল্পীরা এসেছিলেন। তাঁদেরকে কাজের প্রেক্ষিতে উপস্থিত অতিথিরা সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন।

বৃহস্পতিবার থেকে গাছ গোনা শুরু করবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স): বেআইনি ভাবে গাছ কাটা ঠেকাতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে গাছ গোনা শুরু করবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাদের দু'টি ক্যাম্পাসেই গাছেদের অডিট করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে কোথায় কত গাছ আছে, তা চিহ্নিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এস্টেট অফিসকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন আশিস মজুমদার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, এস্টেট অফিসকে বলা হয়েছে, ক্যাম্পাসে ছোট বড় সব ধরনের গাছের সংখ্যা নির্ধারণ করতে। কোথায় সেই সব গাছ রয়েছে, তা চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ রং করা এবং নম্বর দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। অনেকটা পরিকল্পিত অভয়ারণ্যের মধ্যে যেমনটা করা হয়, সেই ঢঙে। তবে এখনই গাছগুলোর নাম, পরিচয়, বয়স ঠিক করা সম্ভব হবে না। তার জন্য বন দফতরের সহায়তা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রেজিস্ট্রার।

ইতিমধ্যে ক্যাম্পাসে গাছ রক্ষার বিষয়ে বিশদে একটি নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে যেখানে ক্যাম্পাসে গাছ কাটা রুখতে কয়েকটি কড়া পদক্ষেপের কথা জানানো হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের অনুমতি না-নিয়ে ক্যাম্পাসের কোনও গাছ তো কাটা যাবেই না, এমনকী, কেউ ইচ্ছেমতো ডালপালাও ছাঁটতেও পারবেন না। যদি কোথাও এমন ঘটনা ঘটে, তা হলে ওই সময় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষী এবং আধিকারিকরা জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। ক্যাম্পাসের সমস্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মী, মালি এবং নিরাপত্তারক্ষীদের না ঠিকানা ও সচিত্র পরিচয়পত্র আরও একবার চেয়ে পাঠানো হয়েছে। ক্যাম্পাস থেকে যে যা জিনিস নিয়ে বের হচ্ছেন, তা খতিয়ে দেখে খাতায় লিখে ছাড়তে বলা হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষীদের।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মেটালার্জি বিভাগের কাছে একটি ২০ থেকে ২২ বছরের পুরোনো মেহগনি গাছ একেবারে শিকড় থেকে কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। শিক্ষক সংগঠন জুটা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জানায়। যদিও প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনে নামে ছাত্র সংগঠন এসএফআই। জুটাও বিষয়টি নিয়ে লাগাতার চাপ দিয়ে যায়। চাপের মুখে এফআইআর করে বিশ্ববিদ্যালয়। তদন্ত কমিটি তৈরির কথা জানান উপাচার্য।

দলের শীর্ষ নেত্রী সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে শোকাহত অসম বিজেপি, শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদেশ দফতরে

গুয়াহাটি, ৭ আগস্ট (হি.স.) : ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে নবরূপে পরিচিত করার অন্যতম কারিগর ভারতীয় জনতা পার্টির বলিষ্ঠ নেত্রী তথা দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের অকাল-প্রয়াণে তিনি ভীষণ মর্মাহত। তাঁর মৃত্যু দল তো বটেই, গোটা দেশ এক নিষ্ঠাবান নেত্রীকে হারিয়েছে। নয়া ভারত নির্মাণে সুষমাজির অবদান বিস্মৃত হবে না কোনও দিন। প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করছিলেন প্রদেশ সভাপতি।

প্রয়াত নেত্রী যাতে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করে শান্তিতে বসবাস করেন তার জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে রঞ্জিতকুমার দাস বলেন, নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভারতীয় জনতা পার্টির চলমান সদস্য ভরতি অভিযান এবং যোগদান কার্যসূচি বন্ধ রেখেছেন দলের প্রদেশ থেকে বুথ স্তরের সর্বস্তরের কার্যকর্তা। প্রদেশ থেকে জেলা, মণ্ডল এবং বুথ স্তরে আজ শোকদিবস পালন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেত্রী, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের অকালমৃত্যুতে শোকাহত বিজেপির অসম প্রদেশের সর্বস্তরের নেতা কার্যকর্তা। দলের অন্যতম প্রথমসারির নেত্রী তথা বাগ্মী সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে অসম প্রদেশ বিজেপি বুধবার এক অনাড়ম্বর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। দলের প্রদেশ সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রয়াত নেত্রীর চিত্রপটের সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং পুষ্প নিবেদন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজয়া চক্রবর্তী, অসমের মন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত, মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, কয়েকজন বিধায়ক, প্রদেশ স্তরের বহু কার্যকর্তা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক রমেন ডেকা এবং বিজয়া চক্রবর্তীও। বিদেশ মন্ত্রী এবং দলের একজন সর্বভারতীয় নেত্রী সুষমা স্বরাজের কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করে বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকা। তাছাড়া এককালের সতীর্থ মন্ত্রী এবং সংসদে বহুদিনের সঙ্গী সুষমাজির উল্লেখযোগ্য বহু ঘটনাবলি শুনিয়েছেন বিজয়া চক্রবর্তী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।